RNI No. 71057/96

‘মিঃ দিনহাটা’ লিটন,
‘স্ট্রংম্যান’ আদিত্য

পৃষ্ঠা-৭

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর- ১৩ নভেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 22, Cooch Behar, Friday, 31 October - 13 November, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

উত্তরে সাড়ম্বরে পূজিতা জগদ্ধাত্রী

শ্রীতমা ভট্টাচার্য

কোচবিহার: দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ছট শেষে মর্তে এসেছে ত্রিনয়না, চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী। হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনুক ও বাণ। হস্তীরূপী করীন্দ্রাসুরের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান দেবী করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে শুধু কৃষ্ণনগর বা চন্দননগর নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গ ব্যস্ত জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজনে। কোচবিহারে বারোয়ারি পুজো হাতে গোনা। তবে মন্দির ও একাধিক বাড়িতে চলছে পুজোর আয়োজন।মদনমোহন বাড়িতে প্রতিবছর দেবীর আরাধনা হয় বলির পায়রা, পাঁঠার মাংস ও মাগুর মাছ ভোগ দিয়ে। মন্দির চত্বরে রাসচক্র ও প্যান্ডেল তৈরির ব্যস্ততার মধ্যেই সাড়ম্বরে ও প্রাচীন রীতি মেনে কাঠামিয়া মন্দিরে পুজোর আয়োজন হয়েছে। দেবত্র ট্রাস্টের এবছর পুজোর বাজেট সাড়ে তেইশ হাজার টাকা।

শহরের ১ নং কালীঘাট রোডের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দিরে জগদ্ধাত্রীপুজো হয়ে আসছে ছয় বছর ধরে। এখানে জয়া বিজয়া সহ পীতবর্ণা দেবীর পুজোয় নবমীতে হয় মহাভোগ। দেড় - দুই হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন বলে জানান মন্দিরের সদস্য সুজিত দে। পুজো কমিটির সচিব সুবল সিনহা জানান, করোনার সময় এক বছর পুজো হয়নি। তারপর থেকে প্রতিবছর নিয়ম করে পুজো হয়। প্রথমবার শহরের পান্থশালা রেলগেটে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করেছে পতঞ্জলি যোগ সমিতির কোচবিহার শাখা। সেই উপলক্ষ্যে তিন দিন ব্যাপী নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য ও থেরাপি শিবির হচ্ছে। সমিতির জেলা প্রেসিডেন্ট সুনীল কুমার ঘোষ বলেন, “পুজোর তিনদিন সকাল ছ'টা থেকে আট'টা পর্যন্ত নিয়মিত যোগ শিবির হয়।” যোগ বিষয়ে আলোচনায় উপস্থিত থাকছেন সমিতির সদস্য বরুণ কুমার মৈত্রী, চিত্তরঞ্জন দেব প্রমুখ। বাড়ির পুজোও হয়ে উঠেছে বারোয়ারি। কোচবিহারের চাকির মোড়ে চক্রবর্তী বাড়ির পুজো জমে উঠেছে প্রতিবেশীদের ভিড়ে। দিনহাটার থানা পাড়াতেও জগদ্ধাত্রীপুজো হচ্ছে। চান্দামারিতে মদনমোহন মন্দিরের আদলে মণ্ডপ বানিয়ে ২৩ তম বর্ষের পুজো হচ্ছে। বসেছে আট দিনের মেলা।

উত্তরবঙ্গে বারোয়ারি জগদ্ধাত্রীপুজোর আকর্ষণ শিলিগুড়ি। হাতি মোড়, শিলিগুড়ি জংশনের কাছে, কলেজ পাড়া, শিবমন্দির, পূর্ব চয়নপাড়ায় পুজো হচ্ছে। মালবাজারের ভোটডাঙায়, হিন্দু মিলন মন্দিরে, ওদলাবাড়ি বাজারে, জলপাইগুড়ির বাবুঘাটে, আলিপুরদুয়ারের সারদাপল্লী ও দেবীনগরে চলছে পুজো। কুমারগ্রামের এন্ডিবাড়ির জগদ্ধাত্রীপুজো ও মেলা এবার ১৪৯ বছরে পদার্পণ করেছে।

কোচবিহারের দেবাশীষ চক্রবর্তীর ক্যামেরায়
তোর্সা নদীতে ছটের ঘাটে ভক্তরা।

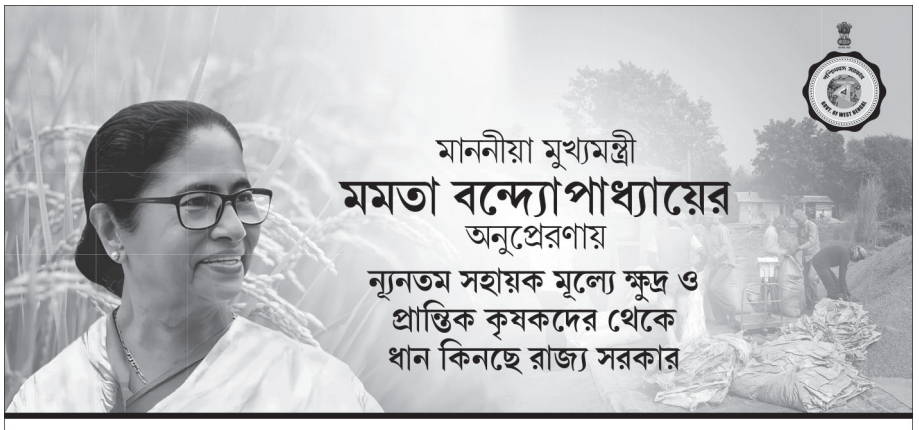

- ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ২০২৫-২৬ খরিফ বিপণন মরশুমের ধান কেনা শুরু হবে।
- স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্র (CPC)-এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি, কৃষি বিপণন সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংঘ- মহাসংঘ, কৃষি উৎপাদক সমিতি/কোম্পানি ইত্যাদি সংস্থাগুলিও ধান কিনবে।
- নাম নথিভুক্তীকরণের জন্য বা কোনও তথ্য পরিবর্তনের জন্য আর ধান বিক্রির দিন ঠিক করার জন্য খাদ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটের (https://epaddy.wb.gov.in) “Farmer Self-scheduling”-এর মাধ্যমে নিজেই নিজের আবেদন করতে পারবেন।
- নিজে না পারলে, নিকটবর্তী যে-কোনও ধানক্রয় কেন্দ্র, খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পরিদর্শকের অফিসে, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK)-এ যোগাযোগ করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য হাতের ছাপ বা চোখের মণি স্ক্যানের মাধ্যমে বা আধারযুক্ত মোবাইল ফোনে ওটিপি-র মাধ্যমে আধার প্রমাণীকরণ (Validation through e-kyc) বাধ্যতামূলক।
- ধান বিক্রি করুন সঠিক গুণমান মেনে। মনে রাখবেন, ভালো মানের ধান মানে ভালো মানের চাল যা পরে রেশন দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয় বা মিড ডে মিলে অথবা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাওয়ানো হয়। **ধানের গুণমান সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি ব্লক লেভেল মনিটরিং কমিটি (BLMC) আছে। প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) কুইন্টাল প্রতি **২৩৬৯ টাকা।** স্থায়ী ধানক্রয় কেন্দ্র (CPC)-এ বা মোবাইল CPC-গুলিতে ধান বিক্রি করলে কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ মূল্য। অর্থাৎ কুইন্টাল প্রতি ধানের মূল্য **২৩৮৯ টাকা।** ধানের মূল্য সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ধানক্রয়ের তিনটি কর্মদিবসের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

খাদ্য সাথী

দুয়ারে রেশন

নিবন্ধীকরণ করার সময় অবশ্যই সঙ্গে রাখুন:
১) ভোটার কার্ড, ২) আধার কার্ড, ৩) IFSC যুক্ত ব্যাংকের পাস বই,
৪) মোবাইল (আধার সংযুক্ত হলে ভাল), ৫) কৃষি জমি সংক্রান্ত নথি বা স্ব-ঘোষণা পত্র

ধানক্রয় কেন্দ্রগুলি সরকারি ছুটির দিন বাদে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিশদে জানার জন্য ১৯৬৭ বা ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ নম্বরে ফোন করুন (শুল্কমুক্ত), বা ৯৯০৩০৫৫৫০৫ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন বা ওয়েবসাইট দেখুন :
https://epaddy.wb.gov.in / https://food.wb.gov.in/www.facebook.com/WBDFS / 𝕏@wbdfs

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

পাখি সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে পাখি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে সমীক্ষা চালাল হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) নামক এক পরিবেশপ্রেমী সংস্থা। গত ২৬ অক্টোবর থেকে দু'দিন ধরে কোচবিহার বিমানবন্দরে ওই সমীক্ষা চালান ন্যাফ-এর সাত সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল। দিনের পাশাপাশি রাতেও তাঁরা বিমানবন্দর এলাকায় পর্যবেক্ষণ চালান।

বিমানবন্দরের ডিরেক্টর শুভাশিস পাল বলেন, “বিমানবন্দর ও বিমান চলাচল যাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে, সে কথা মাথায় রেখেই এই সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা সংস্থাটির কাছে পাখি সমীক্ষার অনুরোধ করেছিলাম। তারা রাজি হয়ে কাজটি সম্পন্ন করেছে। সমীক্ষার রিপোর্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে।”

ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু জানান, সমীক্ষা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে কাজের বেশিরভাগটাই শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, “কোচবিহার বিমানবন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বিমানবন্দরের পাশে একটি নদী ও শালবাগান থাকায় প্রাকৃতিক ভাবেই সেখানে নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা রয়েছে। রাতে তিনটি প্রজাতির প্যাঁচার দেখা মিলেছে।”

তবে আশার কথা, বিমানবন্দরের আশেপাশে ভাগার (গারবেজ ডাম্প) না থাকায় উচ্ছিষ্টভোগী পাখি দেখা যায়নি। অনিমেষবাবুর কথায়, “এই ধরনের পাখির উপস্থিতি সাধারণত বিমান দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ায়। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি। ফলে আপাতত মনে হচ্ছে, পাখি বিমান চলাচলে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।”

তিনি আরও জানান, পাখির পাশাপাশি বিমানবন্দরের চত্বরে বেশ কয়েকটি শেয়ালেরও দেখা মিলেছে। পরিবেশগত দিক থেকে তা একটি ইতিবাচক সংকেত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এসআইআরের আতঙ্কে প্রাক্তন ছিটমহল

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ২০০৬ সাল। তখনও দক্ষিণ মশালডাঙা ছিল বাংলাদেশের ছিটমহল। কাজের খোঁজে দেশান্তরিত শ্রমিকদের মতো দেরাদুনের পথে রওনা হয়েছিলেন কয়েকজন যুবক। সেই দলেরই একজন ছিলেন দক্ষিণ মশালডাঙার আমির হোসেন। কিন্তু ছিটের সীমানা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড নাজিরহাটে ঢুকতেই বিএসএফ তাঁদের আটক করে।

সঙ্গে থাকা এক ভারতীয় নাগরিককেও দালাল হিসেবে ধরে ফেলে। পরে দিনহাটা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় সবাইকে। জামিনে মুক্তি মিললেও ২০০৮ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশের মামলায় আদালত তিন বছরের সাজা ঘোষণা করে। জেল খাটার পর মুক্তি পান তাঁরা।

পরবর্তীতে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত না পাঠিয়ে দক্ষিণ মশালডাঙাতেই থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকুরহাট সভায় দক্ষিণ মশালডাঙার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন আমির। সেই সভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে শাল উপহার দেন—যা আজও সযত্নে রেখে দিয়েছেন তিনি।

তারপর আসে ২০১৫ সাল। ভারত-বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ছিটমহল বিনিময়ের ফলে দক্ষিণ মশালডাঙাসহ ৫০টিরও বেশি প্রাক্তন ছিটমহলের মানুষ পান ভারতীয় নাগরিকত্ব। হাতে তুলে দেওয়া হয় আধার, ভোটার ও রেশন কার্ডসহ সরকারি পরিচয়পত্র। কিন্তু ২০২৫ সালে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার খবরেই ফের উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে।

নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য প্রশাসন ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন ষাটোর্ধ্ব আমির হোসেনের মতো শত শত প্রাক্তন ছিটবাসী। তাঁদের বক্তব্য, “২০০২ সালে তো আমরা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলাম। তখন আমাদের নাম ভারতীয় ভোটার তালিকায় থাকার প্রশ্নই উঠছে না। এখন যদি সেই তালিকার ভিত্তিতে নাগরিকত্ব যাচাই হয়, তাহলে আমরা আবার ‘অবৈধ’ হয়ে যাব কি?”

দক্ষিণ মশালডাঙার আর এক বাসিন্দা সাত্তার আজল বলেন, “২০১৫ সালে সরকার আমাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে, সব পরিচয়পত্রও দিয়েছে। এখন আবার ২০০২ সালের কাগজ চাইছে। ছিটমহলবাসীদের জন্য আলাদা নিয়ম না করলে আমরা ফের হয়রানির শিকার হব।”

প্রাক্তন ছিটমহলগুলিতে এখন আতঙ্কের ছায়া। নাগরিকত্বের নথি হাতে পেয়েও তাঁরা আবার নিজেদের ‘ভারতীয় পরিচয়’-এর বৈধতা নিয়ে দুশ্চিন্তায়। কেউ কেউ বলছেন, ২০১৫ সালের বিনিময় চুক্তির সময় যেভাবে তাঁদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তারই আইনি নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। ২০১৫ সালের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পেয়েও আজ আবার প্রশ্নের মুখে তাঁদের ‘ভারতীয় পরিচয়’। চিন্তায় আমির, সাত্তার ও তাঁদের মতো শত শত মানুষ।

ফের চালু শিলিগুড়ি-মিরিক সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর ২৭ অক্টোবর সোমবার থেকে পুনরায় চালু হয়ে গেল শিলিগুড়ি-মিরিক সংযোগকারী ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক।

গত ৪ অক্টোবরের প্রবল বর্ষণে বালাসন নদীর জলস্ফীতির ফলে দুধিয়ার কাছে লোহার সেতুটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি বন্ধ থাকায় শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পর্যটন ও ব্যবসা—দু'ক্ষেত্রেই এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পূর্ত দপ্তর দ্রুত উদ্যোগ নেয়। ভাঙা সেতুর প্রায় ১০০ মিটার দূরে বালাসন নদীর উপর ৬০টি হিউম পাইপ বসিয়ে বিকল্প অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। শনিবার রাতভর পাথর ও বালি ফেলে রাস্তাটির চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। রবিবার সকালে মহড়া চালানোর পর সব কিছু ঠিক থাকায় সোমবার থেকে যান চলাচলের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে আপাতত এই অস্থায়ী রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী ট্রাকের চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেইসব যানবাহনের জন্য সুখিয়াপোখরি–ঘুম–কার্সিয়াং রুট নির্ধারণ করেছে প্রশাসন।

স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন

বামনহাট: গত ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ বামনহাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) দেবেন্দ্র সিং। দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথমবার বামনহাট স্টেশনে আসেন তিনি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এদিনের পরিদর্শন ছিল রুটিন পরিদর্শন।

স্টেশনের পরিকাঠামো পরিদর্শনের সময় ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট পথ না থাকার প্রসঙ্গ উঠলে, ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং জানান, "প্রতিটি স্টেশনে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা থাকা জরুরি। যত দ্রুত সম্ভব বামনহাট স্টেশনেও সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে শেড নির্মাণ এনএসজী সিক্স ক্যাটাগরির নির্দেশিকা অনুযায়ী হয়েছে, যা নিয়মসঙ্গত। পানীয় জলের অভাব সম্পর্কেও তিনি বলেন, "খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যাতে যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়।"

পরিদর্শনের সময় ডিআরএম স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যাত্রী সুবিধা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও খোঁজখবর নেন। রেলকর্তারা জানান, ডিআরএমের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

হাসপাতাল থেকে ফিরলেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় অবশেষে ২৫ অক্টোবর শনিবার শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। সম্প্রতি নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে শিলিগুড়ির ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে খগেনবাবুর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও ভবিষ্যতে কোনও জটিলতা এড়াতে উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। সেই কারণেই তাঁকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এআইমস)-এ স্থানান্তরের পরামর্শ দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ছটঘাটে বুনো হাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

হ্যামিল্টনগঞ্জ: গত ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার ভোরে ছটঘাটে ঢুকে পড়ল এক বুনো হাতি। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে আচমকাই বেরিয়ে এসে সরাসরি হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসরা ছটঘাটের দিকে চলে যায় হাতিটি। ছট উৎসব উপলক্ষ্যে ঘাটে তখন দর্শনার্থী ও ভক্তদের রমরমা। মুহূর্তের মধ্যেই ভিড়ের মধ্যে হাতিটি প্রবেশ করায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় বন কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাতিটি ঘাট এলাকা ত্যাগ করে সড়ক ধরে এগিয়ে যায় এবং অবশেষে পাশের জঙ্গলে ফিরে যায়। সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

হাতির তাণ্ডবে আহত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: ময়নাগুড়িতে ফের হাতির তাণ্ডব! সম্প্রতি শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি বনবিভাগের নাথুয়া রেঞ্জের ওই হাতিটি জলঢাকা নদী পার হয়ে প্রথমে আমগুড়ি ও পরে ময়নাগুড়ি ব্লকের পেটকাটি এলাকায় প্রবেশ করে। বন্য প্রাণীর এই অপ্রত্যাশিত আগমনের খবর পেয়ে ভিড় জমে যায় এলাকায়। বহু উৎসুক জনতা ও সংবাদকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছে খবর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ঠিক সেই সময় ঘটে যায় দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, হঠাৎই হাতিটি জনতার দিকে তেড়ে আসে। প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে গিয়ে পড়ে যান এক সাংবাদিক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ভয়ার্ত হাতি আরও উন্মাদ, সেই আতঙ্কে গ্রাম জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একাধিকবার হাতির হানায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। পাহাড় ও ডুয়ার্স এলাকায় খাদ্যের অভাব এবং বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেই হাতিরা প্রায়ই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বলে মত বন দপ্তরের।

পুকুর থেকে উদ্ধার প্রাচীন মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

গাজোল: গাজোলের ময়না আলাল অঞ্চলের উত্তর আলাল দেশবন্ধু মোড় এলাকায় ঘটে গেল এক রহস্যময় ঘটনা। গত ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেলে দেশবন্ধু ক্লাবের কালীপূজা মণ্ডপ সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় একটি প্রাচীন মূর্তি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওইদিন বিকেলে কয়েকজন বালক ওই পুকুরে খেলা করছিল। খেলার সময় তারা জলের নিচে কিছু একটা দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশত সেটি টেনে তোলে। পরে দেখা যায়, সেটি একটি পাথরের মূর্তি। স্থানীয়রা পরে সেটিকে দেশবন্ধু ক্লাবের কালীপূজা মণ্ডপে নিয়ে আসেন।

দেশবন্ধু ক্লাবের সহ-সভাপতি সুব্রত বারুই বলেন, "আমাদের পূজা চলছিল। পুকুরে খেলা করার সময় কয়েকজন ছেলে এই মূর্তিটি পায় এবং পূজামণ্ডপে নিয়ে আসে। আমরা তখন সেখানে ছিলাম না। পরে খবর পেয়ে ক্লাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আলোচনার পর আমরা পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিই।"

খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মূর্তিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ক্লাব সদস্যদের ধারণা, এটি সম্ভবত কোষ্ঠী পাথরে নির্মিত সূর্যদেবের পুত্র 'রেভন্ত'-র মূর্তি হতে পারে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার পরই মূর্তিটির প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সামান্য বকুনিতেই আত্মঘাতী যোগা চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: কোচিং সেরে পুজো দেখতে বেরিয়েছিল নবম শ্রেণির ছাত্রী ও জাতীয় আর্টিস্টিক যোগা ও যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন ময়ূরাক্ষী দে। ২২ অক্টোবর বুধবার রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় মা মোবাইল ফোনে সামান্য বকুনি দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরই নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ১৪ বছরের ময়ূরাক্ষীর দেহ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন রাতে মেয়েকে বাড়ি ফিরতে বলে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গল্প করছিলেন মা পিংকি দে। সেই সময়েই ফাঁকা বাড়িতে ফিরে আসে ময়ূরাক্ষী। কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরে মেয়েকে ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তিনি। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে খবর দেন থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভাইফোঁটার দিন দুপুরে বাড়িতে পৌঁছায় ময়ূরাক্ষীর নিথর দেহ। কান্নায় ভেঙে পড়েন মা পিংকি দে ও বাবা সুবল দে।

মাত্র দুই মাস আগেই, চলতি বছরের ২৬ অগাস্ট চন্দননগরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল যোগা স্পোর্টস ২০২৫-এ আর্টিস্টিক যোগা ও যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ময়ূরাক্ষী। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল দুটি ট্রফি ও একটি স্কুটি। তাঁর এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল ময়নাগুড়ি।

কাকা শ্যামল দে জানান, "খুবই শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল ও। প্রাইভেট টিউশন সেরে বান্ধবীদের সঙ্গে পুজো দেখছিল। মা ফোনে সামান্য বকুনি দিয়েছিলেন। এরপরই এমন কাজ করে ফেলল, বিশ্বাসই হচ্ছে না।"

আইএনটিটিইউসি-র ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি কল্যাণ সাহা বলেন, "অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। কিছু বলার ভাষা নেই।"

৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমি সেন বলেন, "বিশ্বাস করাই কঠিন। এই মেয়ে তো ময়নাগুড়ির গর্ব ছিল।"

নাগরিক চেতনা সংগঠনের সম্পাদক অপু রাউত বলেন, "জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ওকে নিয়ে শহরে শোভাযাত্রা হয়েছিল। সেই মেয়েকে হারানো সত্যিই মেনে নেওয়া যায় না।"

১২০ বছরে অন্নপ্রাশন বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধূপগুড়ি: ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি এলাকায় ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা— এক ১২০ বছরের প্রবীণার অন্নপ্রাশন!

রুম্পা বর্মন, বয়স প্রায় একশো কুড়ি বছর। সময়ের ভারে ন্যুব্জ শরীর, চুলে পাক ধরেছে বহু আগেই, তবু যেন জীবনের ছোঁয়া আজও অটুট। সম্প্রতি তাঁর মুখে

নতুন দাঁত গজাতে শুরু করায় পরিবারের তরফে আয়োজন করা হয় অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান— ব্যান্ডপার্টি, বাজি, ঝলমলে সাজসজ্জা, আর ভুরিভোজে জমজমাট আয়োজন।

প্রায় তিনশো অতিথি হাজির ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। মেনুতে ছিল মাংস-ভাত, মিষ্টি, নানা রকম পিঠেপুলি। ছোটোদের মতোই নিয়ম মেনে পরিবারের নাতি-নাতনিরা দিদার মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেন।

সাংবাদিক নিগ্রহে চাঞ্চল্য, মৌন মিছিল আলিপুরদুয়ারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: কর্তব্যরত সাংবাদিককে হেনস্থা! কালীপুজোর অনুষ্ঠান কভার করতে গিয়ে এক সাংবাদিকের উপর মহিলা পুলিশ আধিকারিকের হামলার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত আলিপুরদুয়ার। ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব সংবাদমহল, পাশাপাশি দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উত্তাল সাংবাদিক সমাজ।

উল্লেখ্য, গত ২২ অক্টোবর আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় কালীপুজোর ভিড়ের মধ্যেকার সংঘাতের পরিস্থিতি ভিডিও করছিলেন এক স্থানীয় সাংবাদিক। সেই সময় এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেন। সাংবাদিক পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও ওই আধিকারিক প্রকাশ্যে তাঁর কলার ধরে চড় কষিয়ে দেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই আক্রান্ত সাংবাদিক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিযুক্ত মহিলা পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ২৬ অক্টোবর রবিবার আলিপুরদুয়ারে সাংবাদিকদের ডাকে আয়োজিত হয় এক মৌন মিছিল। নবনির্মিত প্রেস ক্লাব ভবন থেকে শুরু হয়ে বক্সা ফিডার রোড পরিক্রমা করে মিছিলটি ফের প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। প্রায় পঞ্চাশ জন সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী এতে অংশ নেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে হাতে প্ল্যাকার্ড তুলে প্রতিবাদ জানান।

সাংবাদিক মহলের একাংশের বক্তব্য, "সংবাদমাধ্যমের উপর আঘাত কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।"

ধ্বংসের মুখে খোল্টা ইকো পার্ক! সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: একসময় কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের গর্ব ছিল খোল্টা ইকো পার্ক। পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই পার্ক আজ অবহেলার শিকার। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে দ্রুত বেহাল হয়ে পড়ছে পার্কটির অবকাঠামো। একসময়ের জনাকীর্ণ পার্ক আজ প্রায় জনশূন্য; আগাছায় ঢেকে গিয়েছে পথঘাট, জঙ্গল গ্রাস করেছে শিশুপার্ক ও পাখির খাঁচাগুলি।

কয়েক বছর ধরেই বন্ধ রয়েছে পার্কের টয়ট্রেন পরিষেবা। অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে ইতিমধ্যেই চুরি গিয়েছে ট্রেনের একাধিক সরঞ্জাম। সম্প্রতি ফের পার্কের ভেতরে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। কোচবিহার বন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সম্প্রতি পার্ক থেকে কয়েকটি জিনিস চুরি গিয়েছে। এ নিয়ে আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।"

সূত্রের খবর, পার্ক থেকে লোহার পাত ও একটি বেঞ্চ চুরি হয়েছে। বর্তমানে দিনে একজন কর্মী এবং রাতে দুই নিরাপত্তারক্ষী পার্কের দায়িত্বে থাকলেও, তবু চুরি রোখা যাচ্ছে না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও একের পর এক চুরির ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে বনদপ্তরের নজরদারি নিয়ে।

স্থানীয়রা জানান, পার্কে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের লাইনও অচল। পার্ক সংলগ্ন জলাশয়টির সংস্কার না হওয়ায় বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে বোটিং। ফলত, ধীরে ধীরে পর্যটকদের আগমনও কমে গিয়েছে।

পার্কে আসা অনির্বাণ সেন বলেন, "খোল্টা ইকো পার্কের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। দপ্তর জানলেও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এখনই সংস্কার না হলে পার্কটি পুরোপুরি অচল হয়ে যাবে।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় সরকারি অর্থে গড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনোদনকেন্দ্র আজ ধ্বংসের মুখে। তাঁরা দ্রুত খোল্টা ইকো পার্কের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের দাবি তুলেছেন।

১১৪ বছরে বৈকুণ্ঠপুরের 'গোপাষ্টমী উৎসব'

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: শতাব্দী প্রাচীন গোপাষ্টমী উৎসবকে ঘিরে জমজমাট পরিবেশ জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর পিঞ্জরাপোল প্রাঙ্গণে। এবছর ১১৪ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব। জেলার পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোশালায় আয়োজিত এই উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের মতো এবারও বসেছে বিশাল মেলা। উৎসবে অংশ নিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও বাইরের জেলা থেকেও হাজির হয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত ও সাধারণ মানুষ।

মেলা প্রাঙ্গণে চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার এবং গোরু পুজোর আয়োজন। মাড়োয়ারি সম্প্রদায় পরিচালিত জলপাইগুড়ি গোশালায় বর্তমানে প্রায় আড়াইশো গোরু রয়েছে। গোপাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই গোরুগুলির বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বছরের মতো এবারও মেলায় বসেছে বিভিন্ন পণ্য ও হস্তশিল্প সামগ্রীর দোকান। সারাদিন ধরে মানুষের ভিড়ে মুখরিত ছিল গোশালা প্রাঙ্গণ।

মোহনের মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফের শোকস্তব্ধ বাণেশ্বর। সম্প্রতি স্থানীয়দের কাছে 'মোহন' নামে পরিচিত তিনটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পরপর পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। ঘটনাস্থল কোচবিহারের বাণেশ্বর শিবদিঘি সংলগ্ন রাজ্য সড়ক।

'মোহন রক্ষা আন্দোলন'-এর সঙ্গে যুক্ত রঞ্জন শীল জানান, দু'দিনের ব্যবধানে তিনটি মোহনের মৃত্যু হওয়ায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই আইনি ও গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিরল প্রজাতির এই কচ্ছপের বৈজ্ঞানিক নাম 'ব্ল্যাক সফট শেল টর্টেল'। বহু বছর ধরে শিবদিঘি ও আশপাশের জলাশয়েই এদের বসবাস। কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে রয়েছে দিঘি ও কচ্ছপগুলির দেখভালের দায়িত্ব। স্থানীয়দের অভিযোগ, যথাযথ নজরদারি ও খাদ্যের অভাবেই মোহনদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।

মোহন রক্ষা কমিটির দাবি, বাণেশ্বর ও আশপাশে কয়েক হাজার মোহন রয়েছে। কিন্তু নিয়মিত রাজ্য সড়ক পারাপারের সময় দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে তারা। এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ঘটনায় বহু মোহনের মৃত্যু হয়েছে। সেসময় প্রতিবাদে বনধও পালন করেছিলেন এলাকাবাসী। তারপর প্রশাসনের তরফে নজরদারি ও সড়কে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেওয়া হলেও, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ফের সেই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

মদনমোহন দেবের রাস উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শ্রী শ্রী মদনমোহন দেবের রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে কোচবিহার মেলার মাঠে গত ২৭ অক্টোবর সোমবার অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী খুঁটি পুজো। প্রতি বছর ছট পুজোর একদিন কিংবা দুদিন পরেই এই খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হয়। হাতে সময় স্বল্প থাকায় এ বছর খুঁটি পুজোর আগেই মেলার প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এদিনের খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়েই শুরু হল এবছরের রাসমেলার প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক পর্ব। পৌরসভা ও প্রশাসনের উদ্যোগে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাসমেলা ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। মেলার মাঠে চলছে প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোকসজ্জা এবং দোকান সাজানোর প্রস্তুতি। আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন।

রঙিন শিক্ষার ছোঁয়ায় 'বইগ্রাম'

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া অঞ্চলের 'বইগ্রাম' নামে খ্যাত পানিঝোড়া গ্রামের দেওয়ালগুলো এখন শিক্ষার রঙে সেজে উঠেছে। গ্রামটি যেন এক জীবন্ত পাঠশালা, যেখানে রয়েছে দেওয়ালে লেখা ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ও সাদরি ভাষায় সপ্তাহের সাতদিন, মাস, ঋতু, প্রাথমিক ব্যাকরণ, জ্যামিতিক চিহ্ন ও সৌরজগতের তথ্য।

শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থা 'আপনকথা'-র উদ্যোগে এই গ্রামে চলছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক চিত্র আঁকার কাজ। সম্প্রতি এই সংস্থা নামতা, বিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দেওয়ালচিত্র তৈরি করার প্রস্তুতিও শুরু করেছে।

শুধু দেওয়ালচিত্র নয়, শিশুদের ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগও নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রামের কমিউনিটি হলে বসানো হয়েছে টেলিভিশন, যেখানে নিয়মিত শিক্ষামূলক ভিডিও এবং শিশুদের উপযোগী কনটেন্ট সম্প্রচার করা হবে।

স্থানীয় স্কুলছাত্র অনুরাগ ছেত্রী বলেন, "স্কুলে যেমন পড়া হয়, গ্রামে এমন ছবি দেখে পড়া আরও সহজ লাগছে। হাঁটতে হাঁটতেই অনেক কিছু মনে রাখতে পারছি।"

আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, "গ্রামের বাচ্চাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আমরা ছবির মাধ্যমে ও ডিজিটাল উপায়ে শিক্ষাকে সহজ করছি। গোটা গ্রামটাই যেন বইয়ের পাতা হয়ে উঠছে। আমাদের লক্ষ্য—বইগ্রামকে শিশুশিক্ষাসহায়ক গ্রামে পরিণত করা।"

ছিন্নমস্তার আরাধনায় ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: রাজগঞ্জ ব্লকের সাহুডাঙ্গি ও পাঘালুপাড়া অঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য পুজো হল ছিন্নমস্তা কালীপুজো। মূল কালীপুজোর সাতদিন পর অনুষ্ঠিত এই পুজো এবছর ৪৪তম বর্ষে পদার্পণ করলো।

এই পুজোর বিশেষত্ব হল এখানে দেবী আরাধনা করেন না প্রচলিত পুরোহিত, বরং স্থানীয় রীতি মেনে 'ধামি'-র মাধ্যমেই সম্পন্ন হয় সমগ্র পূজা-পার্বণ। স্থানীয়দের কথায়, বহু বছর আগে এক প্রাচীন শেওড়া গাছের নিচে শুরু হয়েছিল এই পূজা। পরে ভক্তদের উদ্যোগে সেখানে গড়ে ওঠে পাকা মন্দির। মানত নিয়ে প্রতিবছর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজারও ভক্ত উপস্থিত হন ছিন্নমস্তা দেবীর আরাধনায়। ভক্তদের মতে, দেবীর কৃপায় মানত পূর্ণ হয় এবং দূর হয় নানা বাধা-বিপত্তি। এবছরও পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে বিপুল সমাগম ঘটেছে ভক্তদের।

এছাড়াও পুজো উপলক্ষ্যে থাকে নানান সমাজসেবামূলক কর্মসূচি। এবছর পুজো কমিটির তরফে দুস্থ পরিবারগুলির মধ্যে মশারি বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজো কমিটির সদস্যদের কথায়, "ভক্তদের বিশ্বাস রক্ষা যেমন জরুরি, তেমনই সমাজের দায়িত্ব পালনও আমাদের কর্তব্য।"

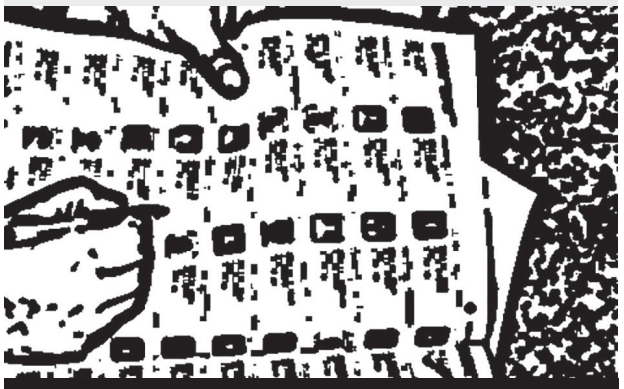

এসআইয়ার আতঙ্ক

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে কার্যত এখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। প্রশাসন একের পর এক মিটিং করছে। ব্লক লেভেল অফিসার'রা (বিএলও) দায়িত্ব বুঝে নিতে শুরু করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিও ব্লক লেভেল এজেন্ট'দের (বিএলএ) প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে মাঠে নামতে বলেছে।

এরই মধ্যে আসছে একের পর আতঙ্কের খবর। পানিহাটি পুরসভার আগরপাড়ায় প্রদীপ কর নামে এক ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর জন্য এসআইআর প্রক্রিয়া দায়ী বলে অভিযোগ উঠেছে। আবার কোচবিহারের দিনহাটার বুড়িরহাটের জিৎপুরে খাইরুল শেখ নামক ৬৩ বছরের এক বৃদ্ধ কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে তিনি কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তাঁর ওই অবস্থার জন্যেও কাঠগড়ায় এসআইআর। হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে ওই ব্যক্তি নিজেই বলেছেন, তাঁর ভোটার কার্ডের নাম ও ভোটার তালিকার নামের বানানের মধ্যে অমিল রয়েছে। সেক্ষেত্রে কী হবে তাঁর, তা ভেবেই আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কেন এমন অভিযোগ উঠছে? কোথাও কী ভুল কিছু বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে? না হলে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই এমন আতঙ্ক কেন? এমন ঘটনা ঘটলে তার দায় কেউ-ই এড়িয়ে যেতে পারেন না। কমিশন, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলিকেও মিলিতভাবে মাঠে নেমে মানুষের এই ভয় দূর করা উচিত।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ	সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক	ঃ	দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক	ঃ	কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত
ডিজাইনার	ঃ	সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ	রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ	মিঠুন রায়

ছটের টানে ঘরে ফেরার ব্রত

আমন যাদব

২৭ বছর কেটে গিয়েছে, জীবন আমাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন— সিকিম হোক বা পাটনা ছটপুজোর আকর্ষণ থেকে মুখ ফেরানো অসম্ভব। শুধু আমি না আমার মতো হাজারও সন্তান ছটের টানে বাড়ি ফিরবেই। আমি জন্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কিন্তু ছোট থেকেই বাবার কাজের সূত্রে শিলিগুড়িতে বসবাস। তবে যেখানেই থাকি না কেন কার্তিক মাস এলেই কানে ভেসে আসে ছটের গান আর নাকে ঠেকুয়ার গন্ধ। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই আমার মায়ের ডালা সাজানোর ছবি। ছট কেবল উৎসব নয়; আমার আপনার মতো হাজারও মানুষের ঘরে ফেরার গল্প।

ছোটবেলায় কোনও কারণে বাড়িতে পুজোর আয়োজন হত না। ছটের সময় আমরা যেতাম আত্মীয়ের বাড়ি, শিলিগুড়িতেই। মহানন্দার তীরে সন্ধ্যা অর্ঘ্য বা ঊষার আরতি- সেই আবেগ সারাজীবন

এক থাকলেও, নিজের ভিটেয় নিজের হাতে পুজোর আয়োজনের উত্তেজনাই আলাদা। এই উৎসব আমার জীবনের শক্তি, কৃতজ্ঞতার চার দিন, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে নেওয়া শপথ। যা প্রতিবছর আমার ভেতরে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে।

আমি প্রায়শই আমার সমবয়সী এবং অন্যদের কাছে শুনি, তারা ছট পুজোর কঠিন নিয়ম দেখে অবাক হয়। এই ফোন সর্বস্ব আধুনিক প্রজন্ম কীভাবে এমন একটি আচারকে নিজেদের করে নেয় যেখানে রয়েছে ৩৬ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস, নিখুঁত আয়োজন, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় ঠাণ্ডা জলে কোমর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে পুজোয় মন দেওয়ার মতো কঠিন নিয়ম? এই নিয়ম কেবল ব্রতের আচার নয়, এই নিয়ম শারীরিক সহ্যশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা। সাধারণত যারা প্রধান ব্রত পালন করে, তাদের নিবেদন অবিশ্বাস্য শক্তি এবং নিষ্ঠার প্রমাণ। শক্তির এমন প্রকাশ সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। তারা প্রমাণ করে মানুষের ইচ্ছা শক্তিই আসল। আমি কেবল আগের বা আমাদের প্রজন্মকেই নয়, আমার ছোট ভাই-বোন এবং এমনকি পরের প্রজন্মকেও দেখছি যারা এই পুজোয় কেবল অংশ নেয় না, বরং পুরো নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি নিয়ম পালন করে।

আমার মনে হয়, আজকের যুগে যেখানে পৃথিবী ডিজিটাল দূষণে ভরে গিয়েছে, সেখানে ছটপুজো নিজেদের ডিটক্স করার সুযোগ এনে দেয়। পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, সাধারণ খাবার গ্রহণ এবং নির্জলা ব্রত হল নিজেকে শুদ্ধ বা ডিটক্স করার খুব ভালো উপায়। আজকের প্রজন্মের অনেকেই সুস্থ জীবনযাপন এবং শারিরীক সুস্থতা নিয়ে সচেতন, তারা এই সাত্ত্বিক ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যা মন এবং শরীর পরিষ্কার করার অনেক পুরোনো পদ্ধতি।

এই পুজো সূর্য এবং জল— জীবনের দুই মৌলিক উপাদানের কাছে ঋণী হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি কেবল পুজো নয়; এটি প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। আধুনিক জীবন যখন আমাদের একাকীত্ব এনে দেয়। ঠিক তখনই ছটের টানে ঘরে ফেরার সময় আসে। এটি এমন একটি অসাম্প্রদায়িক, মিলনের উৎসব, যেখানে ধনী-গরীব, তরুণ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই এক ঘাটে সমবেত হন। এই উৎসব পরিবারকে এক সুতোয় বাঁধে, যেখানে ছোট-বড় সকলেই কোনও না কোনওভাবে জড়িত থাকে। ঘরের পুরুষ সদস্যরা পুজোর সমস্ত কেনাকাটা করেন। ডালা (সুপ), ফল, আখ—প্রায় ৪০ থেকে ৫০টিরও বেশি সামগ্রীর লম্বা তালিকা বারে বারে যাচাই করা হয়, যেন কিছু বাদ না যায়। ছেলে মেয়েরা স্থানীয় নদীর ঘাটে বা জলাশয়ের কাছে ঘাট পরিস্কার করে পুজোর জায়গা তৈরি করে, সাজায়। পরিবারের মহিলারা বাড়িতে ঠেকুয়া এবং অন্যান্য সমস্ত প্রসাদ বানানোর পবিত্র কাজ করেন। এই পুজোয় নেই কোনও দামি প্রতিমা বা অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা। ঘাট তৈরি করা, প্রসাদ তৈরি এবং পুজোর মন্ত্রোচ্চারণ সবেতেই সবার অধিকার। এই সম্মিলিত উদ্যোগ সামাজিক ভারসাম্য ও পারিবারিক স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে বলে আমার মনে হয়।

ছট আমাকে অহংকার ভুলে নিজের শিকড়ের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। সন্ধ্যা অর্ঘ্যের সময় সবার একসঙ্গে মন্ত্রপাঠ এবং জলে ভেসে থাকা শত শত মাটির প্রদীপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সত্য, সারল্য আর শ্রদ্ধার গুরুত্ব।

ছটপুজো আধুনিক যুগে কেবল টিকে নেই; বরং এটি আরও বিকশিত হচ্ছে। আজ ছট কেবল বিহার বা উত্তর প্রদেশের মানুষের কাছেই নয়, সারা ভারতে অসংখ্য জনজাতির কাছে প্রাধান্য পায়। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতার মতো বড় শহরে আলাদা ঘাট তৈরি করে এই পুজো হয়। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া খুললে দেখা যাবে মরিশাস, ফিজি এবং আমেরিকার দেশেও এর উদযাপন হচ্ছে। যারা ভিটেমাটি থেকে দূরে থাকে, তারাও হৃদয়ের টানে কোনও জলাশয়ের ধারে বা বাড়ির ছাদে ছোট ছোট ঘাট তৈরি করে পুজো দেয়। বিশ্বাসের যাত্রা বোধহয় এখান থেকেই শুরু হয়।

ছটপুজোয় আড়ম্বর নেই, আছে কৃতজ্ঞতা, শৃঙ্খলা এবং ভালোবাসা। যখন সূর্যের প্রথম আলো নদীর জলে এসে পড়ে এবং সকলে ধীরে ধীরে গেয়ে ওঠে, "সূরুয দেবতা, অর্ঘ্য স্বীকার করি..." (ও সূর্য

দেব, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন), তখন যেন কিছুক্ষণের জন্য গোটা পৃথিবী থেমে যায়। এই উৎসব মানুষ, প্রকৃতি এবং ঈশ্বরকে জুড়ে দেয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবন যতই আধুনিক হোক না কেন, আমাদের শিকড় এখনও মাটি, নদী আর সূর্যালোকের অন্দরে। আর যখন ঠাণ্ডা ভোরের বাতাসের সঙ্গে কানে পৌঁছায় "করিহা ক্ষমা ছটি মাইয়া, ভুল-চুক গলতি হামার।...(ও ছটি মা, আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিও।...)" তখন মনে হয় জীবন জটিলতায় নয়, বরং সারল্য আর দয়ায় ভরপুর।

কবিতা

ব্যাকুলতা

তন্ময় দেব

মেঘের বুকে জমলে ধুলো
বৃষ্টি বসত করে
আমিও তোমায় তেমনি ডাকি
আলিঙ্গনের ঘরে

জানালা খোলা, হওয়ার দাপট
সুদূরের হাতছানি
পাহাড় কাকে মন দিয়েছে
সেসব আমি জানি

তুমিও তো তেমনি জানো
আমার সকল কথা
ঠিক যেভাবে স্রোত জেনেছে
নদীর ব্যাকুলতা

দূরত্বের আড়ালে

রিয়া দত্ত

আড়াল করে রাখা
স্যাঁতসেঁতে কিছু ইচ্ছের ভীড়ে
গাঢ় হয়ে আসে
প্রতিশ্রুতিদের অন্ধকার।

আমি ভুলে যাই চেনা পথের ঠিকানা,
একটা দুটো করে ঋণ বেড়েই চলে শব্দে!
শিরায় শিরায় সময় বয়ে চলে নিজের মতো;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় টিকে থাকার শেষ অভ্যাসটুকু।

তবু অনায়াসে বয়ে চলেছি সেই স্থিরতায়।
সাক্ষী আছে এক আলোকবর্ষ দূরত্ব,
সাক্ষী আছে একটা গোটা পৃথিবী।

গিগ অর্থনীতি ও উত্তরবঙ্গের বাস্তবতা সম্ভাবনা ও সঙ্কটের দোলাচল

প্রবন্ধ

সাগ্নিক চক্রবর্তী
(ইতিহাস গবেষক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির পরিধিতে এক নতুন কর্মসংস্থানের ধারণা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, যার নাম 'গিগ অর্থনীতি'। গিগ অর্থনীতি বলতে এমন এক শ্রমব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে স্থায়ী চাকরির পরিবর্তে অল্প সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপের মাধ্যমে আয় করা হয়। এখানে কর্মী ও নিয়োগকর্তার সম্পর্ক স্থায়ী নয়, বরং কাজভিত্তিক বা প্রকল্পভিত্তিক। উবার, র‍্যাপিডো, জোম্যাটো, সুইগি, অ্যামাজন, আপওয়ার্ক, ফাইভার প্রভৃতি সংস্থা বা প্ল্যাটফর্ম এই ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে এই গিগ মডেল কর্মসংস্থানের পরিধি বাড়ালেও, এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রমশ গভীর হয়ে উঠছে।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহ্যগতভাবে এ অঞ্চলের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর ও সীমিত শিল্পভিত্তিক। সরকারি চাকরির উপর অতিনির্ভরতা এবং বেসরকারি উদ্যোগের ঘাটতির কারণে যুবসমাজের বড় অংশ দীর্ঘদিন বেকারত্বের জালে আটকে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্মার্টফোনের প্রসার, ইন্টারনেট সংযোগের উন্নতি ও ডিজিটাল সাক্ষরতার বৃদ্ধির ফলে গিগ অর্থনীতি উত্তরবঙ্গেও প্রবেশ করেছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, আলিপুরদুয়ার, সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে অসংখ্য তরুণ ও তরুণী আজ ডেলিভারি পার্টনার, রাইড শেয়ার ড্রাইভার, অনলাইন টিউটর, কনটেন্ট রাইটার, গ্রাফিক ডিজাইনার বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। এতে একদিকে বেকার যুবকদের জন্য নতুন আয়ের পথ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে স্বল্প মূলধনেই আত্মনির্ভরতার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

নারীশক্তির অংশগ্রহণও এখানে লক্ষণীয়। অনেক নারী গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন করেও ঘরে বসে অনলাইন ফ্রিল্যান্স বা কনটেন্ট সংক্রান্ত কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এতে আর্থিক স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই উজ্জ্বল দিকের আড়ালেই রয়েছে এক গাঢ় অন্ধকারও, এই কাজগুলির অধিকাংশই অনিশ্চিত, অস্থায়ী এবং সুরক্ষাহীন। নেই কোনো স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা, নেই সামাজিক নিরাপত্তা, পেনশন, চিকিৎসা সুবিধা কিংবা ছুটির অধিকার। ফলে গিগ শ্রমিকেরা (যদিও গিগ অর্থনীতিতে তারা পার্টনার, শ্রমিক নয়, যেকারনে তারা অনেকাংশে শ্রমিক হিসেবে আইনি অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়।) এক অদৃশ্য অনিশ্চয়তার ভেতরে কাজ করেন, যেখানে আয় নির্ভর করে অ্যাপের অ্যালগরিদম, বছরের বিশেষ সময়, কিংবা গ্রাহকের উপর।

এছাড়া ডিজিটাল বিভাজনের (digital divide) কারণে উত্তরবঙ্গের অনেক গ্রামীণ তরুণ এখনও পিছিয়ে আছেন। যারা প্রযুক্তিতে দক্ষ, তারাই ভালো আয় করতে পারছেন, অথচ সাধারণ কর্মীরা কম পারিশ্রমিকের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। এই বৈষম্য ভবিষ্যতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে যেমন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে গিগ প্ল্যাটফর্মভিত্তিক আয়ের প্রবণতা বেড়ে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ কিছুটা কমে গিয়েছে, তেমন প্রভাব উত্তরবঙ্গেও ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে। অনেক তরুণ এখন উচ্চশিক্ষা বা দীর্ঘমেয়াদি পড়াশোনার বদলে দ্রুত উপার্জনের পথে হাঁটছেন। এতে একদিকে তাৎক্ষণিক আয় সম্ভব হলেও, দীর্ঘমেয়াদে কর্মদক্ষতা ও জ্ঞানের বিকাশে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

তবুও সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। যদি সরকারি ও স্থানীয় প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ন্যায্য পারিশ্রমিক কাঠামো এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক নীতিমালা প্রবর্তিত হয়, তবে গিগ অর্থনীতি উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, গিগ অর্থনীতি উত্তরবঙ্গের তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন এক কর্মসংস্থানের যুগে এনে দিয়েছে, যেখানে স্বাধীনতা থাকলেও আছে স্থায়িত্বের অভাব, সুযোগ থাকলেও আছে সুরক্ষার ঘাটতি। এই দোলাচলের মধ্য দিয়েই আগামী দিনের উত্তরবঙ্গ নির্ধারণ করবে, এখানকার তরুণরা কেবল অস্থায়ী কর্মী হয়ে থাকবে, নাকি নীতিগত সুরক্ষা এবং সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল যুগের নতুন, সুরক্ষিত ও স্বাবলম্বী উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে।

ফিল্ম রিভিউ

স্বার্থপর

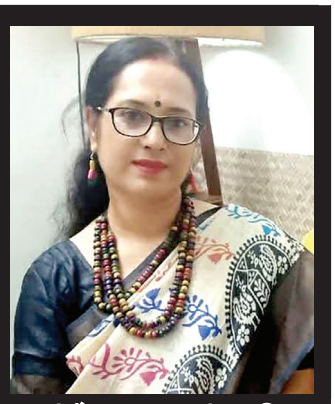

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত (নিয়োগী)
শিক্ষিকা
চামটা দেশবন্ধু বিদ্যালয় (উ.মা.),
তুফানগঞ্জ

শেষ থেকেই শুরুটা হোক। কারণ অভিনেতা কৌশিক সেনের শেষের সংলাপগুলোই তো সময়ের চাকার সাথে চলার বার্তা দিয়ে গেল, বুঝিয়ে দিল যে 'স্বার্থপর' হল আসলে সময় বা পরিস্থিতি । একটা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, শান্ত, নিয়মনিষ্ঠার ইমারতে গড়া পরিবারের অভিভাবকদের কাছে প্রথম কর্তব্য হয় সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষায় লালন করা, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন মজবুত হওয়ার নীতিবোধ তৈরী করা। এদিক থেকে সফল ছিল সৌরভ-অপর্ণার মিষ্টি সম্পর্ক যা অবশ্যই আদর্শ ভাইবোনের আবেগপ্রবণ বন্ধন । বসু পরিবারের শিক্ষা ছিল এদিক থেকে সার্থক। শৈশব থেকে পরিণত বয়সেও অনস্ক্রিন ভাইবোনের এই মিষ্টি মধুর সম্পর্ক অনেক দর্শককেই নস্টালজিক করেছে নিশ্চিত। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটেছে বিরতির কিছু আগেই পৈতৃক সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে যা তাদের সুসম্পর্ক ভাঙনের অনুঘটক।

দাদা তার নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য পৈতৃক বাড়িতে বোনের ঘরটিকে ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে হোমস্টে বানানোর প্রস্তুতি নেয় কিন্তু এসবের আগে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বশে বোনের সাথে তা আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এখান থেকেই মানসিক টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বের শুরু। সৌরভের ধারণা, সে অপর্ণাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকুরীরত সুপাত্রের হাতে তুলে দিয়েছে, নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত আয়োজন করে। সেক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করেনি। মায়ের অর্ধেক গয়না দিয়ে অপুকে সাজিয়ে বিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে বাবা -মায়ের সব দায়দায়িত্ব ছেলে হয়ে একাই পালন করেছে। তাই বসুপরিবারের অপু'র প্রতি সব স্থাবর কর্তব্য পালন সম্পূর্ণ। কিন্তু অপু'র দাদাকে বিশ্বাস করে একটা সই তার সব আবেগ, বন্ধন, অনুভূতি, বাপের বাড়ির ফেলে আসা স্মৃতির ঘরটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আইন-আদালত -দলিল -সমাজ এসব কিছুই কোথাও যেন ভুল বুঝছে — একটা মেয়ে, একটা বোনের আবেগকে । পার্থিব সম্পত্তি নয় সে দাদা সৌরভের সাথে হাতে হাত ধরে আগলে রাখতে চেয়েছে সম্পর্ককে, আবেগকে, স্মৃতিকে, পৈতৃক বাড়িটাকে — যে বাবার বাড়ি তার কাছে যেন স্বামীর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের থেকেও এক আকাশ অক্সিজেন দেয়। এখানে আর্থিক মূল্যকে তার সবথেকে বড় শত্রু মনে হয়েছে।

কোর্টে মুখোমুখি সওয়াল জবাবের চাপ পারস্পরিক অনুভূতিগুলোকে মেরে ফেলতে চাইলেও ভাইবোনের অন্তরের টানটাকে তারা অন্তরে বাঁচিয়ে রেখেছে অজান্তেই। পরিস্থিতিই খলচরিত্র হয়ে অপু -সৌরভের পবিত্র সম্পর্কের বাঁধনকে আলগা করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। প্রাচীন ধারণার বশে বাবা যখন মেয়েকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, তখন মেয়ের মনে অর্থ নয় স্নেহের প্রশ্ন জাগে যা নাকি অপুর উকিল লাহাবাবু বুঝিয়েছেন । আজও এই যুগেও পুরনো ধারণা বোঝায়, খাওয়া-পড়া-স্নেহ-আদর-সম্পত্তি যাই হোক না কেন পুত্র সন্তানের থেকে কন্যার গুরুত্ব কম। কিন্তু উকিল লাহাবাবু তার বক্তব্যের জোরে সেই ভ্রান্ত ধারণায় আঘাত করে সকলের বোধের জাগরণ ঘটিয়েছেন।

একটি মেয়ের, একটি বোনের আবেগ -অনুভূতিকে বাঁচাতে, যদি স্বার্থপর হতে হয় তবে এমন স্বার্থরক্ষা ঘটুক বারেবারে — যা সম্পর্কগুলোকে ঝড়ঝাপটা থেকে আগলে রাখে। তাই "তুমি যাকে স্বার্থপর বলো, আমি বলি আত্মসম্মান" বাক্যটিই বোধহয় গভীর অর্থটুকু অনায়াসে বুঝিয়ে দেয়।

চিত্রনাট্যের বাস্তবতা, পরিচালিকা অন্নপূর্ণা বসুর গল্প বলার ধরণ, প্রথম চলচ্চিত্রেই দক্ষ পরিচালনা, জিৎ গাঙ্গুলির অনবদ্য সঙ্গীত, ইমন চক্রবর্তী, রপঙ্কর বাগচী, লগ্নজিতা চক্রবর্তীর কণ্ঠ — সর্বোপরি প্রতিটি ক্ষেত্রে রুচিবোধের ছাপ তারিফযোগ্য। কোয়েল মল্লিক কতটা পরিণত তা আবারও এখানে প্রমাণিত। কৌশিক সেনের মতো অভিজ্ঞ, দক্ষ অভিনেতা যে চরিত্রকে কতটা জীবন্ত করে তোলেন সেটা প্রতিবারের মতোই বুঝিয়ে দিলেন । পার্শ্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ।

একজন মেয়ে, একজন বোন, একজন ঘরের বৌ যদি সম্পর্কগুলোকে জীবন্ত রাখতে বৃহত্তর স্বার্থত্যাগ করেও স্বার্থপর তকমা লাভ করে তবে ঘরে ঘরে এমন স্বার্থপর মেয়ে-বোন-বৌ আত্মসম্মানের লড়াই নিয়ে বাঁচুক । বর্তমান সমাজের এখনও পুরুষতান্ত্রিক শক্তির দাপটে ঘরের মেয়ে-বৌকে যোগ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দলিল এই চলচ্চিত্র ।

একক অভিযানে ‘অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প’ জয় শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সাহস আর পরিশ্রমের জেরে সাফল্যের নজির গড়লেন জলপাইগুড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সোনালী সিং। একাই ট্রেক করে পৌঁছে গিয়েছেন নেপালের ‘অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে’ — সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩,৫৫০ ফুট উচ্চতায়। এই একক অভিযানের নেপথ্যে ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও নিষ্ঠা। নিজের প্রচেষ্টায় এত উঁচু জায়গায় পৌঁছাতে পেরে উচ্ছ্বসিত সোনালী দেবী জানান, “এটা আমার জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যা আমাকে মানসিকভাবে আরও শক্ত করেছে।”

নেচার স্টাডি ক্যাম্পের মাধ্যমে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতা আগেই ছিল তাঁর। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ও পাহাড়চূড়ো জয়ের নেশা নিয়ে পুজোর পর নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন সোনালী সিং। তিনি বলেন, “২০২৩ সালে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং কোর্সে অংশ নিই। সেখান থেকেই পাহাড়ে

ওঠার নেশা আরও বেড়ে যায়। এরপর ঠিক করি, এবার অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পেই যাব।”

৮ অক্টোবর শিলিগুড়ি হয়ে কাকরভিটা সীমান্ত পেরিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। প্রায় ১৮ ঘণ্টা বাসযাত্রার পর পৌঁছান পোখরায়। সেখানে নেপাল ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে যাওয়ার অনুমতি নেন। সঙ্গে ছিলেন একজন পোর্টার কাম গাইড। পোখরা থেকে গাড়ি ও কিছুটা হাঁটাপথে ঘানদ্রুক গ্রামে পৌঁছে পরের দিন শুরু হয় প্রকৃত ট্রেকিং। প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছান ডোভান, দেওরালি ও মাচাপুচারে হয়ে অবশেষে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে।

সোনালী দেবী জানান, “অনেক চড়াই-উৎরাই, সংকীর্ণ রাস্তা, কনকনে ঠান্ডা — সবকিছু পেরিয়ে যখন সূর্যোদয়ের আলোয় অন্নপূর্ণা শৃঙ্গকে দেখলাম, তখন মনে হল সমস্ত পরিশ্রম সার্থক।”

প্রায় এক সপ্তাহের এই অভিযানে শরীরচর্চা ও মানসিক দৃঢ়তার প্রমাণ রেখেছেন এই শিক্ষিকা। বিদেশের মাটিতে একা ট্রেক করা কঠিন হলেও সোনালী সিং আবারও প্রমাণ করে দেখালেন যে ইচ্ছেশক্তি আর সাহসে ভর করে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

স্মারকলিপি জমা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কামতাপুরী সংগ্রামী সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৯ অক্টোবর বুধবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে চার দফা দাবির স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও ভাষাগত স্বার্থ রক্ষার জন্যই দাবি তুলেছে সংগঠনটি।

সংগঠনের দাবি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের আটটি নদীর জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করে জলসম্পদ রক্ষা করতে হবে। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় কামতাপুরি ভাষার স্কুল চালু করা ও শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কামতাপুরি সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ব্যবস্থার দাবি করা হয়েছে এবং সর্বশেষ দাবি, উত্তরের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কামতাপুরি ভাষার কোর্স চালু করা।

সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, “আমরা চাই উত্তরবঙ্গের জল, ভাষা ও মানুষের স্বার্থ রক্ষা হোক। এই চার দফা দাবি পূরণ করা হলে আমাদের অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বড় সহায়তা হবে।”

দেহ অদলবদলে বিতর্কিত হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃতদেহ অদলবদল ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। ২৫ অক্টোবর শনিবার রাতে ফালাকাটার এক পরিবার ভুলবশত নিয়ে গিয়েছে কামাখ্যাগুড়ির এক মৃতব্যক্তির দেহ। অপরদিকে, কামাখ্যাগুড়ির পরিবার নিয়ে গিয়েছে ফালাকাটার বাসিন্দার দেহ। রাতভর এই বিভ্রান্তি ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। রবিবার সকাল পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে দায় এড়ানোর ঠেলাঠেলি চলেছে।

সূত্রের খবর, ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার সময়েই গণ্ডগোল হয়। মৃতদেহ শনাক্তের প্রক্রিয়ায় যথাযথ নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, মৃতদের পরিবারের ভুল বোঝাবুঝির কারণেই অদলবদল ঘটেছে। তবে মৃতদের পরিজনেরা পাল্টা অভিযোগ করে জানিয়েছেন—প্রশাসনিক গাফিলতির জেরেই এই বিপত্তি।

জেলা প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী, জেলার সমস্ত অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা থেকে দেহ প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গে আনা হয়। সেখানে পুলিশ দেহের চালান নেয় এবং মৃতদেহের তথ্য নথিভুক্ত করে। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে দেহ শনাক্ত করে অনুমতিপত্রে সই করিয়ে দেহ হস্তান্তর করা হয়।

কিন্তু হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি মৃতদেহের কাগজে ক্রমিক সংখ্যা থাকলেও দেহে কোনও পৃথক চিহ্ন বা নম্বর দেওয়া হয় না। ফলে শনাক্তকরণের সময়ই বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। শনিবারের ঘটনাতেও সেই পর্যায়েই ভুল হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি প্রতিটি দেহ বা স্ট্রেচারে আলাদা ক্রমিক নম্বর বা চিহ্ন দেওয়া থাকত, তাহলে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতো। ময়নাতদন্তের পর প্লাস্টিকে মোড়া দেহ শনাক্ত করা পরিবারের পক্ষে মানসিকভাবে কষ্টকর হলেও, প্রশাসনের সামান্য অসতর্কতাই যে কীভাবে বড় বিপত্তি ডেকে আনতে পারে, শনিবারের ঘটনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে এক স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, “ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল না ঘটে, তার জন্য নতুন প্রোটোকল চালুর বিষয়েও আলোচনা চলছে।”

ড্রেনে মিলল ধাতব পিস্তল

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ভোরবেলা ড্রেন পরিষ্কারের কাজ চলাকালীন এক সাফাই কর্মীর কোদালে উঠে এল কাদামাখা এক ভারী ধাতব বস্তু। উপরে তোলার পর দেখা যায়, বস্তুটি দেখতে একেবারে পিস্তলের মতো! মুহূর্তেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার গাজোলের বিদ্রোহী মোড় এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে ২৯ অক্টোবর বুধবার সকালে ড্রেন পরিষ্কারের কাজ চলছিল। সেই সময় এক কর্মী কাদা তুলতে গিয়ে কোদালে লাগে ওই ধাতব বস্তুটি। কাদা ধুয়ে ফেলার পর সেটি যে পিস্তলের মতো দেখতে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমায় কৌতূহলী স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিস্তল সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কীভাবে এবং কার দ্বারা ওই পিস্তল সদৃশ বস্তুটি ড্রেনে ফেলা হল, তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ ও সূত্র খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কার্বাইড গানের বিস্ফোরণ

দৃষ্টিহীনতার আশঙ্কায় আট তরুণ-তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: মধ্যপ্রদেশের ভোপালের ভয়াবহ শিল্পদুর্ঘটনার আঁচ এবার আছড়ে পড়েছে মালদায়। বর্তমানে শহরে নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে কার্বাইড গানের বিস্ফোরণ। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এমন আট তরুণ ও কিশোরের সন্ধান মিলেছে, যাদের চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চিকিৎসকদের আশঙ্কা, এদের মধ্যে কয়েকজন স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন।

মালদার বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌগত পোদ্দার জানিয়েছেন, তাঁর কাছে ইতিমধ্যেই দুইজন আহতের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, ডাঃ দেবদাস মুখার্জির চেম্বারে সম্প্রতি চোখ দেখাতে আসে ১৩ বছরের কিশোর আকাশ বিশ্বাস। গাজোলের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা আকাশ জানায়, সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও দেখে কার্বাইড গান বানাতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। বিস্ফোরণের ধাক্কায় তার চোখে মারাত্মক আঘাত লাগে।

একই ঘটনার শিকার হবিবপুরের ২০ বছরের কিশোর বিশ্বাস। তিনি বলেন, “আমাদের গ্রামের এক বন্ধু কার্বাইড গান বানিয়েছিল। তাতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। আগুন নেভাতে গিয়ে কার্বাইড হাতে লাগে। ভুল করে সেই হাত চোখে গেলে চোখে জ্বালা শুরু হয়। এখন ঝাপসা দেখি।”

চিকিৎসকদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে অনেক তরুণই এখন কার্বাইড গান বানানোর বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নেমে পড়ছে। মালদা শহরের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিতেন্দু সাহা বলেন, “ ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও জলের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় দাহ্য গ্যাস অ্যাসিটিলিন। এই গ্যাস থেকেই বিস্ফোরণ ঘটে। চোখে গেলে তা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনকি দৃষ্টিহীনতাও ঘটতে পারে।”

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন—অভিভাবকদের উচিত শিশু-কিশোরদের এই ধরনের বিপজ্জনক এক্সপেরিমেন্ট থেকে দূরে রাখা। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সচেতনতা প্রচার বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশ, গ্রেপ্তার ২ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ফের দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে সম্প্রতি জাতীয় সড়ক ১২ নম্বরের ধারে সুস্থ্যানি মোড় থেকে অভিযুক্তদের আটক করা হয়।

ধৃতদের নাম মোহাম্মদ রাসেল মিয়া (৩৩) ও মোহাম্মদ রিফাত (২১)। রাসেলের বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলায় এবং রিফাতের বাড়ি রংপুরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা বিএসএফের নজর এড়িয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কী উদ্দেশ্যে তারা ভারতে এসেছিল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

বিএসএফের মালদা সেক্টরে ‘ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ’

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: বিএসএফের মালদা সেক্টরের উদ্যোগে ২৭ অক্টোবর সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ‘ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ’। চলবে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত। এই উপলক্ষ্যে এদিন বিএসএফের মালদা সদর দপ্তরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের মালদা রেঞ্জের ডিআইজি অজিত কুমার ছাড়াও একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এদিন ডিআইজি সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সন্দেহজনক কোনো কিছু নজরে এলে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থেকে দ্রুত বিএসএফকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

ডিআইজি অজিত কুমার জানান, সারা বছর ধরেই বিএসএফ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকে, তবে ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহে এই কাজের বিভিন্ন দিক সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও জানান, সীমান্তের বেশ কিছু এলাকায় এখনো কাঁটাতার বিহীন রয়েছে। সেইসব ফাঁকা এলাকাগুলি দিয়ে মাঝে মাঝে চোরাকারবারিরা অবৈধভাবে পণ্য বা মানুষ পারাপারের চেষ্টা করে। তবে বিএসএফের ডিজিটাল নজরদারি দপ্তর সবসময় সতর্ক রয়েছে।

ডিআইজি জানান, রাজ্য সরকার জমি হস্তান্তর করলে দ্রুত ওই কাঁটাতারবিহীন এলাকাগুলিতে সুরক্ষিত কাঁটাতার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বিএসএফ ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী তিনি।

‘মিঃ দিনহাটা’ লিটন, ‘স্ট্রংম্যান’ আদিত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো’-এর চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে শারীরিক সক্ষমতার চূড়ান্ত প্রদর্শনী দেখিয়েছেন দিনহাটার তরুণরা। বিচারকদের নির্বাচনে ‘মিঃ দিনহাটা ২০২৫’ খেতাব জিতেছেন লিটন বর্মন। ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে ছিল চতুর্থ দিনের প্রতিযোগিতা। ছিল সিনিয়র ও ভেটেরান্স বিভাগের পাওয়ার লিফটিং ও ট্র্যাডিশনাল যোগাসন প্রতিযোগিতা। পাওয়ার লিফটিং বিভাগে সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছেন আদিত্য সাহা। ৫৬ কেজি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি, তিনি এই আসরের

‘স্ট্রংম্যান অফ দিনহাটা’ শিরোপা লাভ করেন। অন্যান্য বিভাগের ফলাফলে মেয়েদের ৮২ কেজি বিভাগে জিতেছেন মুলটি দেবনাথ। ছেলেদের ৫২ কেজিতে বিজয়ী প্রিয়াংশু সাহা। ছেলেদের ৬০ কেজিতে জয়ী সাগর চক্রবর্তী। ছেলেদের ৬৭.৫ কেজির বিজয়ী শুভ পাল। ছেলেদের ৬৭.৫ কেজি উর্দ্ধ বিভাগে জয়লাভ করেছেন হারাধন শীল।

যোগাসনেও চমক দেখিয়েছেন গৌরব-সমৃদ্ধা। পুরুষ সিনিয়র বিভাগে প্রথম গৌরব সাহা। পুরুষ ভেটেরান্স বিভাগে প্রথম বিপুল বর্মন। মহিলা সিনিয়র বিভাগে প্রথম সমৃদ্ধা দাস। মহিলা ভেটেরান্স বিভাগে সেরা দেবলীনা আচার্য। এই প্রতিযোগিতা দিনহাটার ফিটনেস ও ক্রীড়া সংস্কৃতিকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

সেরা বাতাবাড়ি ভুবন

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেটেলি: মেটেলি ক্রিকেট কমিটি আয়োজিত আরসিবিয়ান কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাতাবাড়ি ভুবন একাদশ। ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার মেটেলি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা মেটেলি আরসিবি-কে ৪৩ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভুবন একাদশ। নির্ধারিত ১২ ওভারে তারা মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৬১ স্কোর। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মেটেলি আরসিবি ১২ ওভার শেষে ১১৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। ফলে ৪৩ রানের ব্যবধানে জয় পায় ভুবন একাদশ। ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় ভুবন একাদশের ভুবন রায়, যিনি ফাইনালে দুর্দান্ত ৮৮ রান করেন। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় ও সেরা বোলারের পুরস্কার জিতেছেন আফজাল আনসারি। সেরা ক্যাচ ধরেছেন দীপায়ন মজুমদার।

জয় উছলপুকুরির

নিজস্ব প্রতিবেদন

জামালদহ: সম্প্রতি জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির আট দলীয় ফুটবল আয়োজিত হয়। সেখানে সেরা দলের শিরোপা পায় উছলপুকুরি কালীরহাট ফুটবল একাদশ। ফাইনালে ১-০ গোলে মাঝিরবাড়ি ফুটবল একাদশের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে। সেরা খেলোয়ার জয়ী দলের অমর বর্মন। সেরা গোলকিপার মাঝিরবাড়ির শঙ্কর বর্মন।

রাজ্য স্তরে আলিপুরদুয়ারের ২২

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ২৯ অক্টোবর থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে রাজ্য স্কুল গেমস অ্যাথলেটিক্স। এই প্রতিযোগিতায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের বিভাগে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের মোট ২২ জন। তারা ইতিমধ্যেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। ২ নভেম্বর অবধি এই প্রতিযোগিতা চলবে।

স্টেট থ্রোবল চ্যাম্পিয়নশিপে কোচবিহার দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এমএলএ কাপ স্টেট থ্রোবল চ্যাম্পিয়নশিপ। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘিতে খেলা হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কোচবিহার ডিসট্রিক্ট থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশনের ১২ জন খেলোয়াড় রওনা দিলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সাব্বির হোসেন, মতিন সরকার, রৌশন আলম, রহমত আলী, সাদ্দাম হোসেন, আব্দুল রহমান, জয়ন্ত বর্মন, আল আমিন রহমান, তন্ময় বর্মন, মনসুর হাবিবুল্লাহ, রাজু ঘোষ, ও মাসুম রাজা। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন সাব্বির হোসেন।

কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট থ্রো বল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অজিত চন্দ্র বর্মন জানান, “ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলিমারী রেল স্টেশনের মাঠে নিয়মিত অনুশীলন করা হয়েছে। রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় ভালো পারফরম্যান্সের লক্ষ্য নিয়ে দল প্রস্তুতি নিয়েছে। আশা করি, আমাদের দল ভালো ফল করবে।“

বক্সিং ট্যালেন্ট হান্টে আলিপুরদুয়ারের চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: সম্প্রতি ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং ট্যালেন্ট হান্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। জেলা বক্সিং সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় একাধিক বিভাগে সোনা জিতে নজর কাড়ল জেলার তরুণ বক্সাররা। ছেলেদের সাব-জুনিয়র বিভাগে ২৮-৩০ কেজি ওজনের শ্রেণিতে সোনা ছিনিয়ে নেয় পাসাং শেরপা, রুপো পান বিশ্বজিৎ রায়। ৩৩-৩৫ কেজি শ্রেণিতে অনিল পাল সোনা এবং মনীশ রায় রুপো জিতেন।

মেয়েদের বিভাগে, ২৫-২৮ কেজি শ্রেণিতে ধৃতি রায় সোনা এবং দিশা রায় রুপো পান, এই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন অদৃজা দাম। মেয়েদের জুনিয়র বিভাগে ৪০-৪২ কেজি শ্রেণিতে বাজিমাত করেন জয়া বিশ্বকর্মা, এবং এলিনা থাপা পান রুপো।

গরমবস্তির জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বইগ্রাম পানিঝরা ফুটবল টিমের উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার আপনকথার সহযোগিতায় আয়োজিত ৮ দলীয় ফুটবলে বিজয়ী গরমবস্তি। ফাইনালে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে পানিঝরাকে হারিয়েছে গরমবস্তি।

বাঘা যতীনের ঘরে ফাটল, শক্তি বাড়াচ্ছে দাদাভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ক্রীড়ামহলে বড়সড় রদবদল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব-এর দল ভেঙে তাদের প্রায় গোটা কোর দলটিকে নিজেদের শিবিরে নিয়ে এসে শক্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব।

সম্প্রতি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানালেন, দলবদল ও পুরনো সদস্যদের পুনর্নবীকরণ মিলিয়ে মোট ১৫টি ক্লাবে ৩৪০ জন খেলোয়াড় সই করেছে। তিনি বলেন, “গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের মূল অংশটাই দাদাভাইয়ে চলে যাওয়ায় প্রতিযোগিতা এবার নতুন মোড় নেবে।”

অপরদিকে, গতবারের রানার্স-আপ রবীন্দ্র সংঘ তাদের সেরা খেলোয়াড় বিট্টু দাস, মহম্মদ আসরাফ আলি এবং প্রমীলা রাজগড়কে ধরে রাখতে সফল হয়েছে। ক্লাবগুলিকে আগামী ১ ও ২ নভেম্বর নতুন নাম নথিভুক্ত করার জন্য আরও একবার সুযোগ দেওয়া হবে।

দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী এই দলবদল প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, “ছয় বছর আগে আমরা শেষবার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। সেই খেতাব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই এবার দল সাজানো হয়েছে।” এই লক্ষ্যে তাঁরা বাঘা যতীন থেকে রাজ্যের অনূর্ধ্ব-২০ জ্যাভলিন থ্রোয়ে মিট রেকর্ডধারী কণিকা বৈদ্য-কে সই করিয়েছেন। এছাড়াও ন্যাশনালসে অংশগ্রহণকারী সুমিত রায়, ইশা রায়, মণিকা বৈদ্য, এবং বিবেক রায়-কেও তাঁরা দলে ভিড়িয়েছেন।

সাব জুনিয়র কাবাডিতে কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: ২৫-২৬ অক্টোবর হাওড়ার বাগনানে বাঙ্গালপুর আজাদ হিন্দ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৬ সাব-জুনিয়ার কাবাডি প্রতিযোগিতা। বেঙ্গল অ্যামেচার কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও জেলা কাবাডি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এই প্রতিযোগিতা হয়। ২৪ অক্টোবর কোচবিহার জেলার দল খেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। দলে রয়েছেন অস্মিতা বর্মন, তন্নেসা দাস, দীপা বর্মন, মামনি দাস, সুমনা খাতুন, মাসুদা খাতুন, সুপর্ণা, বর্মন, স্বস্তিকা বর্মন, বৃষ্টি বর্মন, সুপর্ণা রায় সিংহ, অনামিকা মহন্ত। দলের সঙ্গে রয়েছেন কোচ ছাব্বির হোসেন ও ম্যানেজার শিপ্রা রায় সিংহ।

পোড়ঝারের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কুমারগঞ্জ: সম্প্রতি দিওর জড়লই ড্রাইভার কমিটির ১৬ দলীয় দিনরাতের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়ে গেল। এবারের খেলায় জয়ী হয়েছে পোড়ঝার দল। দ্বিতীয় স্থানে কুরুমসুর দল। চ্যাম্পিয়ন দলের অর্জন ট্রফির সঙ্গে দশ হাজার টাকা। রানার্সরা পেয়েছে ট্রফি ও সাত হাজার টাকা।

সম্পন্ন দলবদল প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: সম্প্রতি শেষ হল মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগের দলবদল প্রক্রিয়া। মোট ১৫ টি দল এতে অংশগ্রহণ করে। ৩১৭ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন নথিভুক্তকরণ ও পুনর্নবীকরণে। ডিসেম্বরের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লিগ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা।

চ্যাম্পিয়ন ডায়নামিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জামালদহ: ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ২৬ অক্টোবর রবিবার ফাইনালে জয়ী হয়েছে ডায়নামিক স্ট্রাইকার্স। খেলায় ডায়নামিক ৭৬ রানে ফ্ল্যাশ ফায়ারকে হারিয়েছে। প্রথমে ডায়নামিক ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮২ রান তোলে। দলের দীপক বর্মন ৭৭ ও আবু হোসেন ৪৯ রান করেন। অন্যদিকে, ফায়ার ১২.২ ওভারে ১০৬ রান করে। সজল মণ্ডল ৩০ রান করেন। বিল্টু রায় ২৪ রানে পান ৬ উইকেট। ৩৩৫ রান করে সেরা ব্যাটার হয়েছেন শুভ বারুই। প্রতিযোগিতার সেরা বোলার বিল্টু রায় (২২১ রান ও ২৪ উইকেট)।

জয়ী চৌষা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কুশমণ্ডি: কুশমণ্ডি মাঠে আয়োজিত পম্পা দাস ও রমেশচন্দ্র দেবগুপ্ত ট্রফি ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চৌষা মুর্মু একাদশ। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে। তাদের বিপরীতে খেলে পতিরামের ভোরের আলো দল। শেষ গোল করে দলকে জিতিয়েছেন সন্তোষ টুডু।

জিতল ওয়াইবিএফসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি সিপাহিটারি অগ্রদূত সংঘের ৮ দলীয় সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়ুয়া ট্রফি ফুটবলে কোচবিহার ওয়াইবিএফসি জয়লাভ করে। তারা ৪-২ গোলে ধওলাঝোরা টি এস্টেটকে হারিয়েছে। এদিন সিপাহিটারি অগ্রদূত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ওয়াইবি-র সৌরিক মারাক, প্রভাকর রায়, বিট্টু হোসেন ও রফিক হোসেন গোল করেন। ধওলাঝোরার হয়ে গোল করেন সত্যজিৎ হাঁসদা ও জুলু মুর্মু।

কলম্বোয় শিলিগুড়ির ৪ পাওয়ার লিফটার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ২৭ থেকে ৩০ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির চারজন প্রতিযোগী। তারা হলেন রীতিকা দত্ত জুনিয়র বিভাগে ৫৮ কেজি বিভাগে অংশ নেবেন। সায়ন সিংহ সাব-জুনিয়র বিভাগে ৭৭ কেজি বিভাগে লড়বেন।

রাকেশ সিংহ সিনিয়র বিভাগে ৬৯ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং মলয় চৌধুরী মাস্টার্স টু বিভাগে ৭৭ কেজিতে নামবেন। দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই চার প্রতিযোগী আগামী ২৫ নভেম্বর শিলিগুড়ি থেকে কলম্বোর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

মহিলা ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: সম্প্রতি বক্সিগঞ্জ বসরজবালা ভিওয়াইএস ক্লাব অ্যান্ড পাঠাগারের ৪ দলীয় বক্সিগঞ্জ মহিলা ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচ খেলে গ্রিন জলপাইগুড়ি ও মাল ডুয়ার্স। এছাড়া খেলায় অংশ নেয় মাথাভাঙা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ও ভোরের আলো কাঠামবাড়ি রিক্রিয়েশন ক্লাব।

স্ট্রেঞ্জার থিংস: দ্য এক্সপেরিয়েন্স এবার ইয়াস আইল্যান্ডে

কলকাতা: ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর পঞ্চম এবং শেষ সিজন আসার আগে ভক্তদের জন্য দারুণ খবর! প্রথমবারের মতো ইয়াস আইল্যান্ডে শুরু হতে চলেছে বহু-প্রতীক্ষিত “স্ট্রেঞ্জার থিংস: দ্য এক্সপেরিয়েন্স”। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে এই বিনোদনের অনুষ্ঠান ভক্তদের সরাসরি নিয়ে যাবে আমেরিকার হকিন্স, ইন্ডিয়ানার অতিপ্রাকৃত জগতে।

নিউ ইয়র্ক, লন্ডন ও প্যারিসের পর এবার আবুধাবিতেও এই ইভেন্ট হবে। দুর্দান্ত সেট, লাইভ অভিনেতা এবং চমকপ্রদ দৃশ্য কল্পনা ও বাস্তবতাকে এক করবে। অতিথিরা সিরিজের আইকনিক জায়গা যেমন, হকিন্স ল্যাব থেকে শুরু করে আপসাইড ডাউনের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবেন।

এই ইন্টারেক্টিভ ও অ্যাকশন-প্যাকড যাত্রার শেষ হবে ৮০-এর দশকের নস্টালজিয়ায় ভরা ‘মিক্স-টেপ’ এলাকায়। এখানে থাকবে বিভিন্ন থিমের খাবার, ফটো অপশন এবং এক্সক্লুসিভ পণ্য। মিরাল ডেস্টিনেশনসের সিইও, লিয়াম ফাইন্ডলে, এই অংশীদারিত্বকে ইয়াস আইল্যান্ডের জন্য একটি “দুর্দান্ত সংযোজন” হিসাবে অভিহিত করেছেন।

অ্যাক্সিসের ‘ইনকাম প্লাস আর্বিট্রেজ’ প্যাসিভ এফওএফ চালু

মুম্বাই: অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড একটি নতুন ওপেন-এন্ডেড স্কিম ‘অ্যাক্সিস ইনকাম প্লাস আর্বিট্রেজ প্যাসিভ এফওএফ’ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীলতা, আয়ের পূর্বাভাস এবং কর-সাশ্রয়ের পদ্ধতি বাতলে দিতে তৈরি করা হয়েছে। এই নিউ ফান্ড অফার (NFO) ২৮ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা থাকবে। ফান্ডটি স্থিতিশীল আয়ের জন্য কৌশলগতভাবে সম্পদের ৫০–৬৫% প্যাসিভ রোল-ডাউন ডেট স্কিমে বিনিয়োগ করবে, এবং কম অস্থিরতা সহ অতিরিক্ত রিটার্ন পেতে বাকি ৩৫–৫০% আর্বিট্রেজ ফান্ডে রাখবে। কোম্পানির এমডি ও সিইও বি. গোপকুমার জানিয়েছেন, এই ফান্ডটি স্মার্ট ফিক্সড-ইনকাম বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো কর-সাশ্রয়। যদি ২৪ মাসের বেশি ধরে রাখা হয়, তবে এটি লং-টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) ট্যাক্সের যোগ্য হবে, যেখানে করের হার মাত্র ১২.৫%। এটি কর্পোরেট, এইচএনআই এবং রিটেইল বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রথাগত বিকল্পের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়।

এমএমটি-র ‘ট্রাভেল কা মুহূরত’-এর সঙ্গে করুন বছর শেষের ভ্রমণ পরিকল্পনা

কলকাতা: মেকমাইট্রিপ (MakeMyTrip) ভারতে ‘বছর শেষের ভ্রমণ পরিকল্পনা’ শুরু করতে ‘ট্র্যাভেল কা মুহূরত’ নামে নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এই ক্যাম্পেইন চলবে ২৯ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত। এখন বিমান, হোটেল, প্যাকেজ এবং অন্যান্য সব ধরনের টিকিট বুকিংয়ে বিশেষ ছাড় থাকছে। ইতিমধ্যেই মেকমাইট্রিপ এয়ারলাইন, হসপিটালিটি ব্র্যান্ড এবং প্রধান ব্যাঙ্কিং পার্টনারদের সঙ্গে মিলে একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছে। ডিসেম্বরে টিকিটের ভালো বিকল্প পেতে এবং ভালো দাম নিশ্চিত করতে প্রায় ৩০% বুকিং নভেম্বর মাসেই করা হয়। সেই প্রবণতা অনুযায়ী বছর শেষের ভ্রমণ পরিকল্পনার ক্যাম্পেইন শুরু করতে এই সময়টি বেছে নেওয়া হয়েছে।

MMTBLACK সদস্যরা আগেই অ্যাক্সেস পাবেন, সঙ্গে থাকছে বিশেষ ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিল এবং প্রতিদিন সীমিত সময়ের জন্য লাইটিং ড্রপস অফার (সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা)। কো-ফাউন্ডার এবং গ্রুপ সিইও রাজেশ মাগোর মতে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল দ্রুত বুকিং করার এই সময়টিকে অর্থপূর্ণ করে তোলা এবং ভ্রমণ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাকে ভ্রমণের মতোই উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলা।

উৎপাদন যাত্রায় ১০ বছর পূর্তি, ভারতে অ্যামওয়ের প্রেসিডেন্ট

শিলিগুড়ি: অ্যামওয়ের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও মাইকেল নেলসন এই সপ্তাহে ভারত সফরে এসেছিলেন। ভারতে কোম্পানির উৎপাদন যাত্রার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই সফরের আয়োজন। ভারতে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরদার করতে অ্যামওয়ে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। এই বিনিয়োগের প্রধান লক্ষ্য অ্যামওয়ে বিজনেস মালিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উপস্থিতি বাড়ানো এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করা। কোম্পানি পরিবেশকদের পণ্য সম্পর্কিত জ্ঞান এবং গুণমানের নিশ্চয়তা বাড়াতে সুসংগঠিত কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার মাধ্যমে অ্যামওয়ে আগামী পাঁচ বছরে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবনকে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্য রাখে।

নেলসন অ্যামওয়ের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমে ভারতের কৌশলগত গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশের ডিজিটালি শিক্ষিত মানুষ এবং ক্রমবর্ধমান গিগ অর্থনীতির কথা উল্লেখ করেন। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার এমডি রজনিশ চোপড়া ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর প্রতি কোম্পানির প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন, যা উদ্যোক্তা তৈরি এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক উদ্ভাবনকে ক্ষমতা জোগায়।

কোটাক৮১১-এর দৌলতে এখন একটি অ্যাকাউন্টেই সঞ্চয়, খরচ এবং ঋণ

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্ম, কোটাক৮১১ যুগান্তকারী ৩-ইন-১ সুপার অ্যাকাউন্ট চালু করেছে। এবার একই অ্যাকাউন্টে সেভিংস, ফিক্সড ডিপোজিট এবং ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়া যাবে।

SUPER.MONEY-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে, এই উদ্ভাবনী সমাধানটি সহজ, ডিজিটাল-প্রথম আর্থিক পণ্য হয়ে উঠেছে। এটি ভারতীয়দের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করার আশা রাখে। এটি ব্যাঙ্কিংয়ের জগতে ওয়ান স্টপ সলিউশন। যা সহজ অনবোর্ডিং অর্থাৎ কোনও কাগজপত্র ছাড়াই ১০০% ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে দেবে। এফডিতে সুদ এবং ব্যয়ের উপর থাকবে ক্যাশব্যাক। সঙ্গে আপনার ক্রেডিট কার্ড কোনও আয়ের প্রমাণ ছাড়াই এফডি-র সমর্থন পাবে।

কোটাক৮১১-এর প্রধান মনীশ আগরওয়াল বলেন, “৩-ইন-১ সুপার অ্যাকাউন্টটি এক জায়গায় সঞ্চয়, খরচ এবং ঋণ নেওয়ার সুবিধা নিয়ে আসে।” আজই KOTAK811.COM/3IN1SUPERACCOUNT পরিদর্শন করে অথবা SUPER.MONEY অ্যাপ ডাউনলোড করে আপনার আর্থিক যাত্রাকে সহজ করে তুলুন।

কোষ্ঠকাঠিন্য চেনাতে ডালকোফ্লেক্স-এর ক্যাম্পেইন

কলকাতা: ভারতে বর্তমানে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। ডালকোফ্লেক্স (Dulcoflex®) হল হজম সংক্রান্ত সুস্থতার অন্যতম ল্যাক্সেটিভ ওষুধ। ডালকোফ্লেক্স “kNow Constipation” (কোষ্ঠকাঠিন্যকে চিনুন) নামে এক অনন্য প্রচার অভিযান শুরু করেছে। এই প্রচারের লক্ষ্য হল দেশের অন্যতম, কিন্তু কম আলোচিত স্বাস্থ্য সমস্যা ‘কোষ্ঠকাঠিন্য’ নিয়ে সকলকে সচেতন করা।

এই অভিনব ধারণাটিকে হালকা হাস্যরসের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে আলোচনাকে স্বাভাবিক করা। বিশেষত মহিলাদের জন্য কারণ, তারা এ নিয়ে আলোচনা করতে এবং সময়মতো সঠিক চিকিৎসা নিতে দ্বিধা বোধ করেন। এছাড়াও, শারীরিক গঠন, এবং হরমোনজনিত কারণে মহিলারা প্রথম থেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যের কাবু হয় বেশি।

ভারতের এই স্বাস্থ্য উদ্বেগ নিয়ে নীরবতা ভাঙতে, ডালকোফ্লেক্স তাদের “kNOw Constipation” অভিযানের মাধ্যমে বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিকিৎসা বিকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। হাস্যরসের সঙ্গে একাত্মতাকে মিশিয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে জনপ্রিয় স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান আঁচল আগরওয়াল, সৃষ্টি দীক্ষিত এবং সৌম্য ভেনুগোপাল, এবং পরবর্তীতে গুরলীন পান্নু, জেমি লিভার, শ্রেয়া রায় এই ক্যাম্পেইনে সামিল হয়েছেন।

২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের রিপোর্ট প্রকাশ কগনিজেন্টের

কলকাতা: টিনেক, এন.জে., ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ /পিআর নিউজ রাইট/ -- বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পেশাদার পরিষেবা সংস্থাগুলির মধ্যে একটি, কগনিজেন্ট (NASDAQ: CTSH), আজ তাদের তৃতীয় ত্রৈমাসিক ২০২৫ আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে।

“তৃতীয় ত্রৈমাসিকের রাজস্ব বছরে ৬.৫% এবং ধ্রুবক মুদ্রায় ধারাবাহিকভাবে ২.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের টানা পঞ্চম ত্রৈমাসিকের জৈব রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ২০২২ সালের পর থেকে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ধারাবাহিক জৈব প্রবৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে,” একথা বলেছেন রবি কুমার এস, সিইও। তিনি আরও বলেন, “আমরা আমাদের বড় বড় চুক্তির গতি বজায় রেখেছি, ত্রৈমাসিকে ছয়টি বড় চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, যার ফলে আমাদের ইয়ার টু ডেট মোট ১৬টি চুক্তি হয়েছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় যা ৪০% বড় চুক্তির টিসিভিতে প্রবৃদ্ধি দর্শায়। আমি আমাদের ইয়ার টু ডেট শীর্ষ স্তরের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য গর্বিত, যা প্রযুক্তি এবং শিল্পের সংযোগস্থলে আমাদের স্বতন্ত্র ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের তিন ভেক্টর এআই নির্মাতা কৌশল আকর্ষণ অর্জন করছে এবং আমরা আশা করি এআই নেতৃত্বাধীন প্ল্যাটফর্ম এবং প্রান্তে আইপিতে আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ আগামী বছরের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।”

হার্টের চিকিৎসায় পূর্ব ভারতে এক মাইলফলক স্থাপন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হার্ট ইনস্টিটিউটের

কলকাতা: হৃদরোগের চিকিৎসায় অগ্রণী, কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হার্ট ইনস্টিটিউট, ৮ অক্টোবর একই দিনে দুটি ডুয়েল-চেম্বার লিডলেস পেসমেকার সফলভাবে স্থাপন করেছে। পূর্ব ভারতের তারাই প্রথম এই চিকিৎসা শুরু করেছে। এটি হৃদরোগের ব্যাধি ব্যবস্থাপনায় একটি বড় অগ্রগতি। এই মাইলফলক প্রক্রিয়াটি এনএইচ (আরটিআইআইসিএস) এর ক্যাথল্যাবের কার্ডিওলজিস্ট এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞ দেবদত্ত ভট্টাচার্য দ্বারা সম্পাদিত হয়।

AVEIR লিডলেস পেসমেকার প্রচলিত পেসমেকারের মতো নয়। সিস্টেমটি সম্পূর্ণরূপে তারবিহীন এবং ন্যূনতম আক্রমণাত্মক। প্রায় একটি ভিটামিন ক্যাপসুলের আকারের পেসমেকারটি শিরার মাধ্যমে ঢুকিয়ে একটি পাতলা ক্যাথেটারের মাধ্যমে সরাসরি হৃদপিণ্ডে স্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতিটি অস্ত্রোপচার-পরবর্তী অস্বস্তি, সংক্রমণের ঝুঁকি এবং পুনরুদ্ধারের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এই পেসমেকারের আয়ুষ্কাল ১৮-২০ বছর বা তার বেশি।

শুভমান গিলের সঙ্গে তাসভার নতুন ইনিংস

কলকাতা: আদিত্য বিড়লা ফ্যাশন অ্যান্ড রিটেইল লিমিটেডের আধুনিক ভারতীয় পুরুষদের পোশাকের ব্র্যান্ড তাসভার নতুন অ্যাম্বাসেডর এবার ক্রিকেট আইকন শুভমান গিল। তাসভা তার নতুন প্রচারণার মাধ্যমে কঠোর ঐতিহ্যের পরিবর্তে সাহসী সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ব্র্যান্ডের দর্শন স্পষ্ট: বিবাহ হল সমমনস্ক দুটি মানুষ এবং তাদের জগতের অর্থপূর্ণ উপায়ে একত্রিত হওয়া। শুভমান গিলের প্রচারণা এই চেতনাকে জীবন্ত করে তোলে। এটি বিবাহকে পারফর্ম্যান্স হিসেবে নয় বরং আনন্দ, ভালোবাসা, যত্ন এবং ঘনিষ্ঠতায় ভরা খাঁটি যাত্রা হিসেবে চিত্রিত করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মবিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল একটি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে, গিল তাসভার মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়। তাসভার ব্র্যান্ড প্রধান আশিস মুকুল বলেন, "তাসভা সর্বদা পোশাকের কথা বলে না এটি প্রগতিশীল ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। বিবাহ এখন কেবল আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় নয়, বরং বিবাহের হৃদয়ে রয়েছে দম্পতিদের সম্পর্ক ও পরিবারের আনন্দময় অংশীদারিত্ব। শুভমান গিলকে আমাদের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পেয়ে আমরা নতুন প্রজন্মের দম্পতিদের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ।"

১১তম নিউদিল্লি ম্যারাথনের টাইটেল স্পনসর কগনিজেন্ট

কলকাতা: ভারতের প্রিমিয়ার এআইএমএস-প্রত্যয়িত জাতীয় ম্যারাথন এবং এশিয়ার অন্যতম দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতা, নিউদিল্লি ম্যারাথনের আসন্ন ১১তম সংস্করণের টাইটেল স্পনসর হল আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা কগনিজেন্ট। ২০২৬ সালে এই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় ভারত ও বিদেশ থেকে ৩০,০০০-এরও বেশি দৌড়বিদ অংশ নেন, যাদের মধ্যে রয়েছে অভিজাত ক্রীড়াবিদ, কর্পোরেট দল এবং প্রতিরক্ষা কর্মী।

এই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিয়ে কগনিজেন্ট ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট-গ্লোবাল অপারেশনস এবং চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজেশ ভারিয়ার তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা ২০২৬ সাল থেকে নিউদিল্লি ম্যারাথনের টাইটেল স্পনসর হতে পেরে আনন্দিত। কগনিজেন্ট সবসময়ই এমন বৈচিত্র্যময় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক খেলাধুলাকে সমর্থন করে, যা কর্মচারী, ক্লায়েন্ট এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।" কগনিজেন্টের ক্রীড়া স্পনসরশিপের তালিকায় গল্ফ, দৌড় এবং ক্রিকেটের মতো খেলা রয়েছে। কগনিজেন্ট ছাড়াও, এই মর্যাদাপূর্ণ ম্যারাথনটি আরও কয়েকটি নেতৃস্থানীয় অংশীদারদের সমর্থন পেয়েছে।

তাদের অফিসিয়াল স্পোর্টস গুডস পার্টনার এএসআইসিএস (ASICS) এবং রিকভারি পার্টনার ভোলিনি। এই সংস্থাগুলির সমর্থন ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশ্বমানের ইকোসিস্টেম এবং উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাউস অফ ম্যাকডোয়েল'স সোডা লঞ্চ করল ইয়ারো ওয়ালি বাত ২.০

কলকাতা: হাউস অফ ম্যাকডোয়েল'স সোডা "ইয়ারো ওয়ালি বাত ২.০" নামে একটি নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হয়েছেন কার্তিক আরিয়ান। এই ক্যাম্পেইনটি বন্ধুত্বের চেতনাকে ও ভাগ করে নেওয়ার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতাকে উদযাপন করে। এই উদযাপন হল নতুন স্মৃতি, গল্প এবং অভিজ্ঞতা তৈরি করা, যা হবে 'ইয়ারি' বা বন্ধুত্বের চেতনায় ভরপুর।

চাঁদে অবতরণ এবং সোশ্যাল মিডিয়া আবিষ্কারের মতো আইকনিক প্রথম ঘটনাগুলিকে পুনর্কল্পনা করে এই কৌতুকপূর্ণ প্রচারণা তৈরি করা হয়েছে।ক্যাম্পেইনের প্রধান লক্ষ্য তরুণ গ্রাহক, যাদের কাছে সাফল্যের চেয়েও অভিজ্ঞতা বেশি গুরুত্ব পায়। সোশ্যাল মিডিয়ায়, ওওএইচ, এবং শপিং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে এই ক্যাম্পেইন চলবে।

বাজারে এল নয়েজ-এর নতুন মাস্টার বাডস সিরিজ

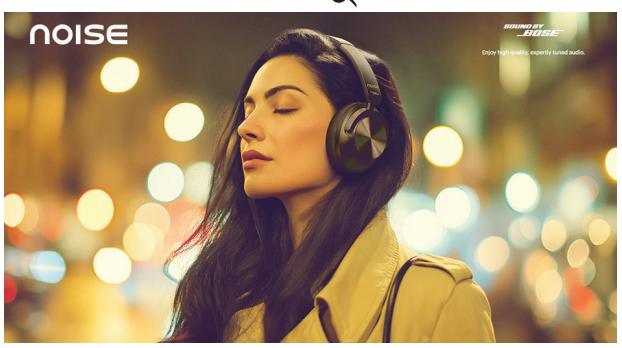

কলকাতা: নয়েজ, ভারতের সেরা কানেক্টেড লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড, সম্প্রতি তাদের মাস্টার সিরিজকে প্রসারিত করে নতুন মাস্টার বাডস ম্যাক্স লঞ্চ করেছে। এতে সাউন্ড বাই বোস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রথম ওভার-ইয়ার হেডফোন। হেডফোনগুলি বিশ্বমানের শব্দ, নয়েজ ক্যান্সলেশন, গতিশীল ইকিউ এবং সারাদিন জুড়ে আরামের সাথে সকলের জন্য নতুনত্বকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে।

এর প্রতিটি নোটে রয়েছে স্বচ্ছতা এবং গভীরতা, যার কারণে কাজ, ভ্রমণ বা অবসর সময়ে আরাম এবং বহুমুখীতা উপলব্ধি করা হয়েছে খুবই সহজ। IFA বার্লিন ২০২৫-এ উন্মোচিত এটি একটি এমন অডিও উদ্ভাবন, যা অডিও-এর বিশ্বব্যাপী মানকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং গ্রাহকদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য প্রিমিয়াম প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়ে কোম্পানির প্রতিশ্রুতিকে প্রকাশিত করেছে।

তিনটি প্রিমিয়াম রঙে উপলব্ধ এই নয়েজ মাস্টার বাডসগুলি ১৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ লঞ্চ হয়েছে, যা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে মাত্র ৯৯৯৯ টাকা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। নয়েজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অমিত খাত্রি বলেন, "ভারতে লঞ্চ হওয়া আমাদের এই মাস্টার বাডস ম্যাক্স তার বিশ্বব্যাপী অডিও যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যার মধ্যে রয়েছে সাউন্ড বাই বোস প্রযুক্তি, বিভাগ-নেতৃস্থানীয় এএনসি এবং গতিশীল ইকিউ, যা হেডফোন বিভাগে এক নতুন মান স্থাপন করেছে।"

ফ্লিপকার্টের বিগ ব্যাং দিওয়ালি সেলে মটোরোলার স্মার্টফোনে আকর্ষণীয় ছাড়

শিলিগুড়ি: ১৪ অক্টোবর, মুম্বই: ফ্লিপকার্টের বিগ ব্যাং দিওয়ালি সেলে মটোরোলা তার স্মার্টফোনে আকর্ষণীয় অফার ঘোষণা করেছে। মটোরোলা এজ ৬০ প্রো, এজ ৬০ ফিউশন, মোটো জি৯৬ ৫জি, মোটো জি৮৬ পাওয়ার এবং মোটোরোলা রেজার ৬০ অফারের দামে পাওয়া যাচ্ছে। মটোরোলা এজ ৬০ প্রোতে প্যান্টোন-ভ্যালিডেটেড ট্রিপল ৫০ এমপি ক্যামেরা সিস্টেম এবং ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে, যার দাম শুরু হচ্ছে ₹২৪,৯৯৯* থেকে। ৪০,০০০ টাকার মধ্যে ভারতের সবচেয়ে দুর্দান্ত ফ্লিপ ফোন মটোরোলা রেজার ৬০, ৩.৬" পোলড এক্সটার্নাল ডিসপ্লে এবং ৬.৯" এলটিপিও মেইন ডিসপ্লে অফার করে, যার দাম ₹৩৯,৯৯৯। ইয়ারবাড, কিউএলইডি টিভি এবং মিনি এলইডি টিভি সহ অন্যান্য মটোরোলা পণ্যতেও উৎসব উপলক্ষ্যে অফার দেওয়া হচ্ছে।

স্প্যাম ও স্ক্যাম সনাক্তকরণে এল ভি-এর ভি প্রোটেক্টর

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভি চালু করেছে ভি প্রোটেক্ট। এআই-এর সাহায্যে এটি গ্রাহকদের স্প্যাম, স্ক্যাম এবং সাইবার-আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। এর ভয়েস স্প্যাম সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট রিয়েল-টাইমে প্রতারণামূলক কল সনাক্ত করে এবং ফ্ল্যাগ করে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকের ফোনের স্ক্রিনে "সাসপেকটেড স্প্যাম" লেখাটি উঠে আসবে। প্রতারণামূলক এসএমএস বা বার্তা সনাক্ত করার ক্ষমতাও এর রয়েছে। গ্রাহকদের প্রকৃত আন্তর্জাতিক কল সনাক্ত করতে এবং অবগত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে ভি প্রোটেক্টর। ফিশিং এবং ম্যালওয়্যার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সন্দেহজনক লিঙ্ক স্ক্যান করা এবং ব্লক করার বৈশিষ্টও শীঘ্রই চালু করা হবে। এজেন্টিক এবং জেনারেটিভ এআই মডেল ব্যবহার করে এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য সাইবার থ্রেট সনাক্ত এবং নিরপেক্ষ করার ক্ষমতা রাখে এটি।

ভি প্রোটেক্টর সিস্টেমে যেকোনও অস্বাভাবিক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ঘটনাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করে। ইন্টারফেস ইঞ্জিন এজেন্ট দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হাই-ভলিউম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করে। এবং পরামর্শমূলক বুদ্ধিমত্তা ঝুঁকির স্তরের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ করার পরামর্শ দেয়। ভি প্রোটেক্টের মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি করতে এবং ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যতের নিরাপদ সঙ্গী হিসেবে নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত ভি।

স্বাস্থ্য ও পছন্দের কথা ভেবে আকাসা এয়ারের নতুন মেনু

কলকাতা: আকাসা এয়ার তার যাত্রীদের আরও বৈচিত্র্যময় এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের অভিজ্ঞতা দিতে ফ্লাইটের মেনু পরিবর্তন করেছে। এখন ক্যাফে আকাসায় থাকছে ৪৫টি খাবারের বিকল্প। থাকছে বিশ্বব্যাপী ফিউশন খাবারের স্বাদ, স্বাস্থ্য সচেতন পছন্দ এবং আনন্দদায়ক খাবার। বিশেষ কিছু খাবারের মধ্যে রয়েছে চিকেন স্লিটজেল উইথ গার্লিক স্পিনাচ, টোফু কারি প্যান উইথ এডামাম এবং থাই স্পাইস সালাদ।

স্বাস্থ্য সচেতন বিকল্পে থাকছে অর্গানিকভাবে তৈরি রেডি-টু-ইট সিরিয়াল বোল, প্রোটিন-বুস্টিং কম্বো প্যাক সহ শেক অ্যান্ড বার ইত্যাদি। উৎসবের খাবার হল বিশেষ আকর্ষণ। যেখানে থাকছে মকর সংক্রান্তি, ভালোবাসা দিবস এবং দীপাবলির মতো বিভিন্ন উদযাপনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি খাবারের বিকল্প। ১০০% পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং জৈব প্যাকেজিং, কাঠের কাটলারি এবং অপচয় কমাতে প্রি-বুকিং করার সুযোগ।

নতুন মেনুটি আকাসা এয়ারের নেটওয়ার্ক জুড়ে উপলব্ধ। যাত্রীরা এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপে তাদের খাবার প্রি-বুক করতে পারেন। আকাসা এয়ারের লক্ষ্য প্রিমিয়াম, ক্যাফের মতো ডাইনিং অভিজ্ঞতা প্রদান।

পেপসিকো ইন্ডিয়া দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযান ‘স্বচ্ছতা সেবা’ শুরু করেছে

কলকাতা: পেপসিকো ইন্ডিয়া দায়িত্বশীল প্যাকেজিং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে কলকাতার উৎপাদন ইউনিটে বার্ষিক প্লগ রানের আয়োজন করেছে। এর সূচনা করেন পেপসিকো ইন্ডিয়ার প্ল্যান্ট হেড জরিনা সায়েদ। কোম্পানিটির আয়োজিত এই প্লগ রান-এ অংশীদার হিসাবে ছিল দ্য সোশ্যাল ল্যাব (টিএসএল) ও বরুণ বেভারেজেজ লিমিটেড (ভিবিএল)।

এই বছর প্লগ রানে কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সম্প্রদায়ের সদস্য সহ ২০০+ অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা ৩ কিলোমিটার বিস্তৃত প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম বর্জ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সংগৃহীত বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পুনর্ব্যবহার করা হবে, যা প্যাকেজিং বর্জ্যের দায়িত্বশীল সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য পেপসিকো ইন্ডিয়ার চলমান প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

এই উদ্যোগ সম্পর্কে পেপসিকো ইন্ডিয়ার কলকাতার প্ল্যান্ট হেড জারিনা সায়েদ বলেন, “পেপসিকো ইন্ডিয়াতে আমরা বিশ্বাস করি যে প্রকৃত অগ্রগতি সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে শুরু হয়। এই ধরণের উদ্যোগের মাধ্যমে, আমরা মানুষ এবং তাদের বসবাসের জায়গার মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য রাখি, একই সাথে পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর এবং আরও সংযুক্ত সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করি।”

বিশ্ব কফি দিবসে জাওয়া ইয়েজদি নিয়ে এল সীমিত সংস্করণের কফি

কলকাতা: বিশ্ব কফি দিবস উদযাপনের জন্য জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেল এবার লেভিস্টা কফির সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি সীমিত সংস্করণের সিঙ্গল-অরিজিন ইয়েজদি কফি চালু করেছে। এই বিশেষ সংস্করণের কফি প্যাকটি দুটি প্রকারে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথমটি ১০০% অ্যারাবিকা সিঙ্গেল-অরিজিন ব্রু যা দেবে মাইসোর নাগেটসের এক্সট্রা বোল্ড স্বাদ। কুর্গে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উপরে চাষ করা AAA-গ্রেডের বিনস থেকে এই কফি তৈরি করা হয়েছে। এই মাঝারি রোস্টেড কফিতে মসৃণ চকোলেট, টোস্ট করা বাদাম এবং ক্যারামেলের সমৃদ্ধ স্বাদ থাকবে।

আরেকটি হল রোবাস্টা এবং অ্যারাবিকা মিক্সড কফি। এই মাঝারি রোস্টেড সহজেই দ্রবণীয় কফি হবে সিল্কের মতো মসৃণ টেক্সচারের। এর সমৃদ্ধ, গভীর ও সুগন্ধযুক্ত স্বাদ হবে দুর্দান্ত।

ইয়েজদি x লেভিস্টা কফি প্যাকটি ₹১,৯৯৯ এর প্রারম্ভিক মূল্যে পাওয়া যাবে। প্রি-বুকিং শুরু হয়েছে।

সফলভাবে সম্পন্ন ২০২৫ এর গ্র্যান্ড শপসি মেলা

কলকাতা: শপসি বাই ফ্লিপকার্টের গ্র্যান্ড শপসি মেলা ২০২৫ হয়ে গেল। এবছর তারা বিশাল সাফল্য লাভ করেছে। কেনাকাটায় তারা রেকর্ড বিক্রি অর্জন করেছে। ৭০% এরও বেশি অর্ডার এবং অ্যাপ ইনস্টল করা হয়েছে টিয়ার ৩ এবং ৪+ শহর থেকে। এই অঞ্চলগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মানসম্পন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। মিলেনিয়াল এবং জেনারেশন জেড গ্রাহক বেড়েছে। গ্রাহক বেসের ৮০% এরও বৈশি মানুষ গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, পুরুষদের ফ্যাশন এবং জুতো অর্ডার করেছে। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা ১০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষদের নিত্যদিনের পোশাক এবং জুতোর বিক্রি ৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বাধিক বিক্রিত পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মহিলাদের কুর্তা এবং প্যান্ট সেট, ইয়ারবাড এবং পুরুষদের অ্যানালগ ঘড়ি। স্থানীয় ব্যবসার ক্ষমতায়নের জন্য শপসি একটি বিক্রেতা পুরস্কার প্রোগ্রাম চালু করেছে। সব বিভাগে সর্বাধিক অর্ডার অর্জনকারী শীর্ষ বিক্রেতাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। শপসি আম্বাজোগাই (মহারাষ্ট্র) এবং শ্যামপুর (পশ্চিমবঙ্গ) এর মতো নতুন অঞ্চলে তার প্রসার সম্প্রসারণ করেছে। ৪৪ % গ্রাহক আবার ফিরে এসেছেন। শপসির বিস্তৃত ভাণ্ডারে ১,৩০০টি বিভাগে ১৪৯ টাকার কম দামের ১ কোটিরও বেশি পণ্য রয়েছে, যা গ্রাহকদের চাহিদা এবং পছন্দকে পূরণ করে।

শপসি এবং ফ্লিপকার্ট মার্কেটপ্লেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট কপিল থিরানি বলেন, “গ্র্যান্ড শপসি মেলার মাধ্যমে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের এবং বিক্রেতাদের উৎসবের মরশুমে আগাম অ্যাক্সেস দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিলাম। যা অনেকাংশেই সফল।”

ইলেকট্রিক স্কুটার উৎপাদনে ৫,০০,০০০ তম মাইলফলক অ্যাথার এনার্জির

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাথার এনার্জি লিমিটেড আজ তামিলনাড়ুর হোসুরে অবস্থিত তাদের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ৫,০০,০০০ তম গাড়ি উৎপাদনের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য উৎপাদন মাইলফলক ঘোষণা করেছে।

অ্যাথার এনার্জির সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিটিও স্বপ্নিল জৈন বলেন, “৫,০০,০০০ স্কুটার অতিক্রম করা অ্যাথারের জন্য একটি বড় মাইলফলক। এটি কোম্পানি জুড়ে টিমের নিষ্ঠা এবং এই যাত্রা জুড়ে আমাদের সাথে থাকা আমাদের মালিক সম্প্রদায়ের আস্থা ও সমর্থনকেও তুলে ধরে।”

বছরের পর বছর ধরে, অ্যাথার পারফরম্যান্স এবং পারিবারিক স্কুটারের একটি শক্তিশালী পোর্টফোলিও তৈরি করেছে। লঞ্চের মাত্র এক বছরের মধ্যেই, Rizta অ্যাথার-এর প্রবৃদ্ধির একটি মূল স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। গত কয়েক মাস ধরে, অ্যাথার দ্রুত মধ্য ও উত্তর ভারতে তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে।

অ্যাথার বর্তমানে তামিলনাড়ুর হোসুরে দুটি উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। হোসুর সুবিধার বছরে ৪,২০,০০০ স্কুটার উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, অ্যাথার তার তৃতীয় উৎপাদন কেন্দ্র, ফ্যাক্টরি ৩.০, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের AURIC-এর বিডকিনে স্থাপন করছে।

কারিশমা কাপুরের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতে নতুন প্রচারণা লঞ্চ করেছে হায়াত

কলকাতা: হায়াত, বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতে তাদের নতুন ওয়ার্ল্ড অফ হায়াত ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন লঞ্চ করেছে। এটি মানুষের যত্ন এবং কোম্পানির আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ওয়ার্ল্ড অফ হায়াতের পছন্দ, স্বীকৃতি এবং চেতনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

এই প্রচাণার মাধ্যমে হায়াত এবং কারিশমা কাপুর একসাথে অতিথিদের “ওয়ার্ল্ড অফ হায়াত” -এর অংশ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যেখানে তারা আনুগত্য প্রোগ্রাম অফার করে, অতিথিদেরকে বিনামূল্যে রাতে থাকার জন্য পয়েন্ট, আপগ্রেড এবং অনন্য অভিজ্ঞতা করার সুযোগ দেয়।

হায়াতের এই সহযোগিতাটি আধুনিক ভারতীয় ভ্রমণকারীদেরকে তাদের গল্প বলতে দেওয়ার সুযোগের সাথে সাথে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে এমন উদ্দেশ্য, সংযোগ এবং অভিজ্ঞতার চাহিদার সাথে বিকশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা মনে করেন, যে ভ্রমণের সময় তাড়াহুড়ো করে ঘোড়ার পরিবর্তে অতিথিদের নিজস্ব ইচ্ছানুসারে ভ্রমণের মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

করিশ্মা কাপুর, বরাবরই তার সত্যতা এবং গভীর আবেগের জন্য পরিচিত, যিনি হায়াতের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন জানিয়ে প্রতিটি অতিথিকে এমন একটি সম্প্রদায়ে স্বীকৃতি দেবেন, যত্ন নেবেন এবং স্বাগত জানাবেন যেখানে প্রকৃত অর্থেই তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী উপভোগ করতে পারবেন।

হায়াত ইন্ডিয়া এবং এসডব্লিউএ-এর কমার্শিয়াল আরভিপি, কাদম্বিনী মিত্তাল জানান, “ওয়ার্ল্ড অফ হায়াতের গল্পে কারিশমা কাপুরকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত, যিনি হায়াতের যত্নের উদ্দেশ্যকে এমনভাবে প্রদর্শিত করেছেন, যা উষ্ণ, সম্পর্কিত এবং অনুপ্রেরণামূলক। এই সহযোগিতাটি কেবল একটি প্রচারণা নয়, বরং হায়াতের সাথে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ।”

২৬-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দুই-অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জন নেসলের

কলকাতা: নেসলে ইন্ডিয়ার বোর্ড ২৫-২৬ অর্থ বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফল ঘোষণা করেছে। তারা জানিয়েছে এবছর ভলিউম-ভিত্তিক প্রসারের হাত ধরে সামগ্রিক বিক্রি বেড়েছে ১০.৯%। ডমেস্টিক বিক্রি রেকর্ড করা হয়েছে ₹৫,৪১১ কোটি টাকা। চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মণীশ তিওয়ারি নিশ্চিত করেছেন যে চারটি প্রোডাক্ট গ্রুপের মধ্যে তিনটি শক্তিশালী দুই-অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কোম্পানির চালিকাশক্তি হল গ্রামাঞ্চলে ডেলিভারি বাড়ানো। এবছর বাজারে অনেক বেশি অংশীদারিত্ব অর্জন করেছে নেসলে কিটক্যাট, কফি বিভাগে শীর্ষস্থান বজায় রেখেছে নেসক্যাফে, এবং দুই-অঙ্কের ভলিউম প্রবৃদ্ধি দেখেছে ম্যাগি নুডুলস। কোম্পানি সম্প্রতি জিএসটি (GST) হার কমিয়েছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলছে। গুজরাটের সানন্দ কারখানায় একটি নতুন ম্যাগি উৎপাদন লাইন সহ উৎপাদন ক্ষমতাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজারে কোম্পানিটি ‘দ্রুত, মনোযোগী, ও ফ্লেক্সিবল’ থাকতে উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহের কৌশলকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

ভারতে চালু হল ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইবের কোপোজগো® (মাভাক্যামটেন)

শিলিগুড়ি: ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইব (বিএমএস) ভারতে কোপোজগো® (মাভাক্যামটেন) চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি ভারতে প্রথম এবং একমাত্র ওরাল, সিলেক্টিভ কার্ডিয়াক মায়োসিন ইনহিবিটর, যা নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের (এনওয়াইএইচএ) ক্লাস II-III অবস্ট্রাকটিভ হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি (ওএইচসিএম)-এর উপসর্গযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত।

ওএইচসিএম একটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হৃদরোগ, যা শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি এবং হার্ট ফেইলিউর, অ্যারিথমিয়া এমনকি হঠাৎ কার্ডিয়াক মৃত্যুর মতো গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী প্রতি ৫০০ জনের মধ্যে ১ জন এবং ভারতে আনুমানিক ২.৮ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত, যার ৮০-৯০% রোগী এখনও চিহ্নিত হয়নি।

ভারতে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন বিটা ব্লকার হৃদ-সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পারে না। অন্যদিকে, অস্ত্রোপচার সবার জন্য উপযুক্ত বা সহজলভ্য নয়। এই পরিস্থিতিতে, কোপোজগো ওএইচসিএম চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা বাড়াতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ কমাতে সাহায্য করবে। সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) দ্বারা অনুমোদিত এই ওষুধ ২৫শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে আমদানি লাইসেন্স পাওয়ার পর এখন ভারতে উপলব্ধ।

নিট মুনাফায় পতন কোটাক মাহিন্দ্রার

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক আজ অর্থ বছর ২৬-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নিট মুনাফায় (PAT) পতনের কথা ঘোষণা করেছে। অর্থ বছর ২৫-এর মুনাফা ৫,০৪৪ কোটি টাকা থেকে কমে এবছর তা ৪,৪৬৮ কোটি টাকা হয়েছে। এই পতনের প্রধান কারণ হল প্রধান সাবসিডিয়ারি, বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং সিকিউরিটিজ ব্যবসায় লাভ হ্রাস।

নিট মুনাফা কমলেও, ব্যাঙ্কের মূল ব্যবসা শক্তিশালী ছিল। ব্যাঙ্কের একক পিএটি সামান্য কমে ₹ ৩,২৫৩ কোটি টাকা হয়েছে। নিট ইন্টারেস্ট ইনকাম (NII) ৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৩১১ কোটি টাকা হয়েছে। ব্যাঙ্ক শক্তিশালী ব্যালেন্স শিট বৃদ্ধি দেখিয়েছে, যেখানে নিট অ্যাডভান্সেস ১৬% বছর প্রতি বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৬২,৬৮৮ কোটি টাকা হয়েছে এবং গড় মোট ডিপোজিট ১৪% বছর প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদের গুণমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুযায়ী জিএনপিএ অনুপাত ১.৩৯%-এ নেমে এসেছে এবং এনএনপিএ ছিল ০.৩২%।

গ্রুপ কাস্টমার অ্যাসেটস ১৩% বৃদ্ধি পেয়ে ₹ ৫,৭৬,৩৩ কোটি টাকা হয়েছে, এবং মোট এইউএম ১২% বৃদ্ধি পেয়ে ₹ ৭,৬০,৫৯৮ কোটি টাকা হয়েছে, যা সমস্ত আর্থিক পরিষেবার উল্লম্ব সম্প্রসারণকে দর্শায়।

ভয় নয়, সচেতনতাই শক্তি স্তন ক্যান্সারের লড়াইয়ে

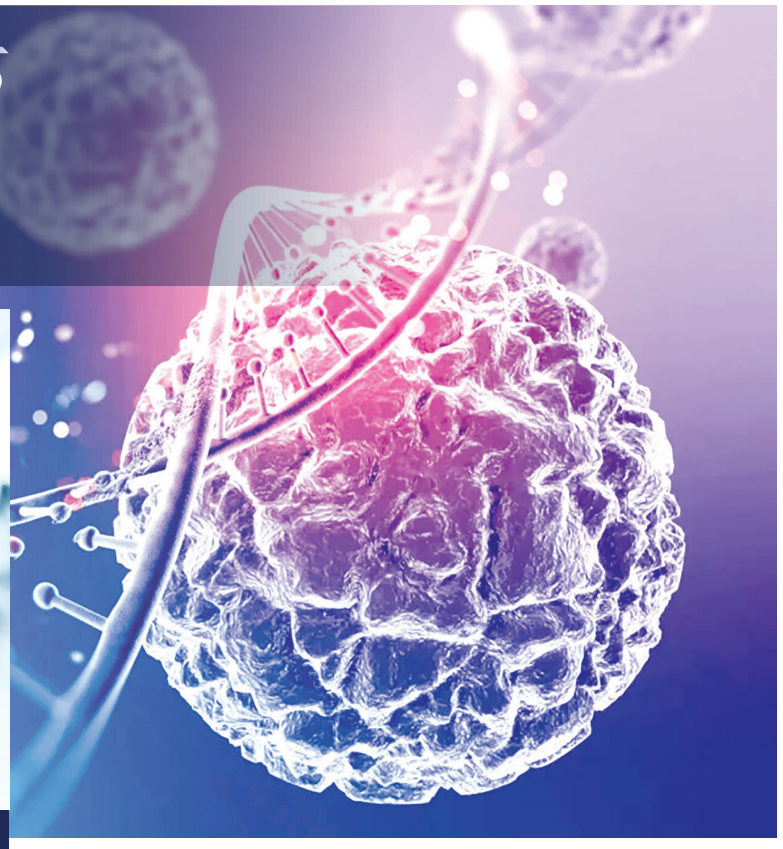

ডা. অনির্বাণ নাগ
কনসালট্যান্ট–সার্জিক্যাল অনকোলজি,
মণিপাল হাসপাতাল, রাঙ্গাপানি

অক্টোবর মাসটি হল স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস — এমন একটি সময়, যখন আমরা একে অপরের কণ্ঠকে জোরদার করি, সচেতনতা ছড়িয়ে দিই এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরি। ২০২৫ সালের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) থিম "প্রতিটি গল্প আলাদা, প্রতিটি পথের মূল্য আছে" আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি রোগ নির্ণয়ের পেছনে লুকিয়ে আছে সাহস, দৃঢ়তা ও আশার একটি ব্যক্তিগত গল্প। যদিও স্তন ক্যান্সার বিশ্বজুড়ে নারীদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ক্যান্সারের একটি, তবে এটি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সবচেয়ে বেশি নিরাময়যোগ্য ক্যান্সারগুলোর একটি। তাই সচেতনতা আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা।

স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো চিনে নেওয়া জীবন বাঁচাতে পারে। লক্ষণ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কিছু সতর্ক সংকেত কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়। যেমন — স্তন বা বগলে নতুন গাঁট বা শক্ত অংশ অনুভব হওয়া, স্তনের আকার বা আকৃতির পরিবর্তন, ত্বকে টান, ভাঁজ বা লালচে ভাব দেখা দেওয়া। কিছু ক্ষেত্রে স্থায়ী ব্যথা, নিপল ভিতরে ঢুকে যাওয়া, নিপল থেকে অস্বাভাবিক তরল (বিশেষ করে রক্তমিশ্রিত) নির্গত হওয়া, বা স্তনের অংশে ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। যদিও এসব লক্ষণ সবসময় ক্যান্সার নির্দেশ করে না, তবে কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মনে রাখা দরকার, স্তন ক্যান্সার যে কাউকেই প্রভাবিত করতে পারে — এমনকি যাদের কোনো সুস্পষ্ট ঝুঁকির কারণ নেই, তাদেরও। তবে কিছু কারণে ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন পরিবারে স্তন বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ইতিহাস থাকা, BRCA1 বা BRCA2 জিনের পরিবর্তন, দীর্ঘ সময় ধরে হরমোনের প্রভাব, স্থূলতা, অ্যালকোহল সেবন এবং অনিয়মিত জীবনযাপন। এসব ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকা সময়মতো স্ক্রিনিং ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে।

রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয় সচেতনতা দিয়ে এবং তা ধাপে ধাপে এগোয়। সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলে প্রথমেই শারীরিক পরীক্ষা ও রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়। এরপর করা হয় ম্যামোগ্রাফি, আল্ট্রাসাউন্ড, বা প্রয়োজনে ব্রেস্ট এমআরআই। কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে বায়োপসি করে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা হয় ক্যান্সারের উপস্থিতি। রিপোর্টে টিউমারের ধরণ, গ্রেড এবং রিসেপ্টর স্ট্যাটাস (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, HER2) উল্লেখ থাকে, যা চিকিৎসা পরিকল্পনা নির্ধারণে সাহায্য করে। ক্যান্সার ধরা পড়লে আরও পরীক্ষা করে দেখা হয় এটি শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়েছে কিনা।

গত কয়েক দশকে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে, এবং এখন তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনির্ভর। চিকিৎসা নির্ভর করে ক্যান্সারের ধরন, পর্যায়, বয়স, শারীরিক অবস্থা ও রোগীর পছন্দের ওপর। সাধারণত প্রথম ধাপ হিসেবে অস্ত্রোপচার করা হয়, যার মাধ্যমে টিউমার সরিয়ে যতটা সম্ভব সুস্থ টিস্যু সংরক্ষণ করা হয়। রোগের অবস্থান ও মাত্রা অনুযায়ী ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি (ল্যাম্পেকটমি) বা মাস্টেকটমি করা হয়। প্রয়োজনে লিম্ফ নোড বায়োপসি করে দেখা হয় ক্যান্সার ছড়িয়েছে কিনা।

অস্ত্রোপচারের পর সাধারণত রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়, যাতে অবশিষ্ট ক্যান্সার কোষ ধ্বংস হয় ও পুনরায় ফিরে আসার ঝুঁকি কমে। পাশাপাশি, সারা শরীরের ক্যান্সার কোষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সিস্টেমিক থেরাপি ব্যবহার করা হয় — যেমন কেমোথেরাপি, হরমোন থেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি (যেমন ট্রাস্টুজুম্যাব, পার্টুজুম্যাব) এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি। সাম্প্রতিক উন্নতিতে CDK4/6 ইনহিবিটর ও PARP ইনহিবিটর-এর মতো ওষুধ আরও কার্যকর ও ব্যক্তিগত চিকিৎসা নিশ্চিত করছে।

চিকিৎসার পাশাপাশি সহায়ক ও উপশমকারী যত্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ, যা রোগীর মানসিক ও শারীরিক স্বস্তি বজায় রাখে। ক্লান্তি, বমি, হাত-পায়ে ঝিনঝিনি ভাব, মানসিক চাপ ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। মনোবিদের পরামর্শ, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ও ব্যায়াম চিকিৎসার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসা শেষে নিয়মিত ফলো-আপ ও বার্ষিক ম্যামোগ্রাম করানো অত্যন্ত জরুরি।

স্তন ক্যান্সারের যাত্রা শুধুমাত্র চিকিৎসা পর্যন্ত সীমিত নয়। সারভাইভারশিপ কেয়ার বা দীর্ঘমেয়াদি যত্নের মাধ্যমে রোগীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করা হয়। নারীদের উৎসাহিত করা হয় সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা এবং পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য। পরিবার, বন্ধু ও চিকিৎসকের সমন্বিত সহায়তা একজন রোগীকে সুস্থ ও দৃঢ় করে তোলে।

এই বছরের থিমটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় — স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রতিটি গল্প ভিন্ন, প্রতিটি যাত্রার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি গল্প শোনার যোগ্য, প্রতিটি পথ সহানুভূতি ও যত্নে পূর্ণ হওয়া উচিত। স্তন ক্যান্সার শুধু একটি চিকিৎসাগত সমস্যা নয়, এটি সাহস ও আশার এক গভীর ব্যক্তিগত লড়াই। সচেতনতা ছড়িয়ে, নিয়মিত স্ক্রিনিং করিয়ে ও একে অপরকে সহায়তা করে আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেখানে প্রতিটি নারীর যাত্রা হবে বোঝাপড়া, শক্তি ও সুস্থ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ।

ঋতু পরিবর্তনের সময়: ঋতু পরিবর্তনের সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উপায়

যেমন যেমন ঋতু পরিবর্তন হয়, তেমন তেমন তা আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রার ওঠানামা, এলার্জেনের বেশি সংস্পর্শ এবং দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন—all আমাদের রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে আমরা ঠান্ডা, ফ্লু এবং ক্লান্তির প্রতি বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠি। ম্যাক্স হেলথকেয়ার, নিউ দিল্লির ডায়েটেটিকসের রিজিওনাল হেড এবং পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ঋতিকা সমদ্দার অনুযায়ী, "এই পরিবর্তনশীল সময়ে আপনার রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতা শক্তিশালী করা সুস্থ এবং সক্রিয় থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী ইমিউনিটি শুরু হয় সুষম খাদ্য, সচেতন অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার মাধ্যমে। বাদাম, সবুজ শাকসবজি এবং ফ্যাটি ফিশের মতো পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আপনার শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা শক্তি বজায় রাখতে হালকা ব্যায়াম করুন। একটি সহজ এবং কার্যকরী সংযোজন হলো ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম, একটি ছোট বাদাম যা বড় ইমিউনিটি সুবিধা প্রদান করে।"

ঋতিকা কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ শেয়ার করেছেন, যা ঋতু পরিবর্তনের সময় আপনার রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতা শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করবে-

আপনার দৈনিক সুরক্ষার ডোজ

ক্যালিফোর্নিয়া বাদামে ভিটামিন ই এবং জিঙ্ক রয়েছে, যা আপনার রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতার জন্য এক প্রকারের ঢাল হিসেবে কাজ করে, এবং পরিবর্তনশীল ঋতুতে আপনাকে সুস্থ ও শক্তিশালী রাখে। এছাড়াও, এতে তামার (Copper) ভালো উৎস রয়েছে, যা রোগপ্রতিরোধী ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যকারিতা সমর্থন করে।

বিশ্রামময় ঘুমকে অগ্রাধিকার দিন

শুধু পুষ্টিকর খাদ্যই যথেষ্ট নয়; আপনার শরীরকেও পুনরায় চার্জ এবং মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামের প্রয়োজন। ঋতু পরিবর্তনের সময় আপনার ইমিউন সিস্টেমকে দৃঢ় এবং সক্রিয় রাখতে প্রতিদিন ৭–৮ ঘণ্টা মানসম্মত ঘুমের লক্ষ্য রাখুন।

হাইড্রেটেড থাকুন

তাপমাত্রা কমার সঙ্গে অনেকেই কম পানি পান করতে শুরু করেন। পর্যাপ্ত জল পান শরীরের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে রাখে, হজমে সহায়তা করে এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়, ফলে দিনভর সতেজ ও উদ্দীপ্ত অনুভব হয়।

আপনার থালার ভারসাম্য বজায় রাখুন

ভোজ্য পদার্থের সঙ্গে হালকা, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার যেমন সালাদ বা তাজা ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন। সামন মাছ এবং ফ্ল্যাক্স সিডের মতো খাবারও অন্তর্ভুক্ত করুন, যা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ এবং প্রদাহ কমাতে ও রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

চলতে থাকুন

সল্প পরিমাণের শারীরিক ক্রিয়াও বড় পার্থক্য আনতে পারে। হালকা হাঁটা, নমনীয় স্ট্রেচিং, বা পরিবারের সঙ্গে নাচ—যেকোনো শারীরিক কার্যক্রম সক্রিয়তা বাড়ায়, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং ঋতু পরিবর্তনের ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন ১০–১৫ মিনিটের হালকা ব্যায়ামও শক্তি বজায় রাখতে যথেষ্ট।

নতুন ঋতুতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে, সুস্থ ও সক্রিয় থাকার জন্য আপনার রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতাকে সমর্থন করা অপরিহার্য। ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম, সামন মাছের মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত পানি পান করা, ভালো ঘুম নেওয়া এবং সক্রিয় থাকা—এমন সহজ কিন্তু কার্যকর অভ্যাসগুলো গ্রহণ করলে আপনার শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা শক্তি মজবুত হবে। প্রতিদিন সামান্য সচেতনতা পালন করলেই আপনি পুরো ঋতুটিকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন এবং আপনার সুস্থতা অটুট থাকবে।

লোকালয়ে ফের হাতির আনাগোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: ফের লোকালয়ে হাতির আনাগোনা। এবার রীতিমতো শহর এলাকায় দেখা মিলল এক বিশালাকৃতির হাতির। গত ২৫ অক্টোবর শনিবার সকালে ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে ওই হাতিটি। এরপর কিছুক্ষণ আলিপুরদুয়ার–এনজেপি রেলপথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার পর রেলপথ থেকে নেমে ব্যাংকান্দি এলাকার একটি

বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয় বলে জানা গিয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে কলা খাওয়া নদী পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে হাতিটি। সকালে হঠাৎ শহরে হাতি দেখা যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তবে ভয় উপেক্ষা করে হাতি দেখতে ভিড় জমায় বহু কৌতূহলী মানুষ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রামসাই স্কোয়াডের বনকর্মীরা। সঙ্গে উপস্থিত ছিল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন পিপিএস-এর সদস্যরাও। বনকর্মীরা হাতিটির গতিবিধির উপর নিবিড় নজর রাখছেন।

আবর্জনার স্তূপে জর্জরিত হাসপাতাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বর্তমান চিত্র যেন একেবারে আবর্জনার স্তূপ। আপদকালীন বিভাগ থেকে শুরু করে পুরুষ ও মহিলা সাধারণ ওয়ার্ড—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে রয়েছে নোংরা ও দুর্গন্ধ। এমনকি হাসপাতালের শৌচাগারের বাইরেও পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে মানববর্জ্য। ফলে হাসপাতালে থাকা দায় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

রোগীদের অভিযোগ, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সাফাই না হওয়ায় এমন নোংরামির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেক শৌচাগার ও

ওয়াশবেসিন দীর্ঘদিন ধরেই অচল অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা প্রবল সমস্যায় পড়ছেন।

হাসপাতালের সুপার রঞ্জিত মণ্ডল জানান,"দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে মোট ৩২৮টি শয্যা রয়েছে। সঠিক পরিষেবা বজায় রাখতে প্রয়োজন কমপক্ষে ৬৫ জন সাফাইকর্মী। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত মাত্র ২ জন। অস্থায়ীভাবে আরও ১০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ১২ জন কর্মী দিয়ে এত বড় হাসপাতাল পরিষ্কার রাখা কার্যত অসম্ভব।"

তিনি আরও বলেন, "কর্মীসংকট মেটাতে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন। পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও সচেতন থাকা দরকার, যাতে হাসপাতাল পরিষ্কার রাখা যায়।"

এদিকে স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে অনিয়ম চলছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন তাঁরা।

ঝুঁকিতে সাঁকো পারাপার! আশ্বাস মিললেও নেই প্রতিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: ভোট আসে, ভোট যায়— কিন্তু তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের দুর্ভোগ যেন শেষ হওয়ার নয়। বহুদিন ধরে এলাকার দাবি, মরা রায়ডাক নদীর ওপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক। কিন্তু বছর গড়ালেও সেই দাবি আজও অধরাই। ফলে প্রতিদিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই নড়বড়ে সাঁকো পার হয়ে যাতায়াত করছেন দুইপারের প্রায় দুই হাজার মানুষ। চলতি মাসের শুরুতে প্রবল বর্ষণে সাঁকোর একাংশ ভেঙে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এখন এই সাঁকো পার হওয়াই যেন মৃত্যুফাঁদে পা দেওয়ার সমান।

কাশিয়াবাড়ি ও বারকোদালি গ্রামের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে মরা রায়ডাক নদী। বারকোদালি গ্রামে অন্তত সাতশো পরিবারের বসবাস। স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে পৌঁছানোর একমাত্র পথ এই সাঁকো। স্থানীয় বাসিন্দা ভোলা বর্মনের কথায়, "শুখা মরশুমে কোনওরকমে পার হওয়া গেলেও বর্ষায় সাঁকো ডুবে যায়। তখন নদী পেরোনো অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

শুধু দুই গ্রাম নয়, পাশের অসমের পোকালাগি গ্রামের মানুষও এই সাঁকোর উপর নির্ভরশীল। সাঁকো বন্ধ থাকলে তাঁদের জোড়াই মোড় ঘুরে প্রায় দশ কিলোমিটার বেশি পথ পাড়ি দিতে হয় বলে জানান স্থানীয়রা।

একসময় স্থানীয়রা নিজেরাই কাঠ ও বাঁশ জোগাড় করে সাঁকো তৈরি করতেন। পরে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই ঘাট ইজারা দেয়। এখন পারাপারের জন্য টাকা গুনতে হয়। বর্ষায় যখন সাঁকো ডুবে যায়, তখন অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে রেলব্রিজ দিয়েই পার হন।

এই বিষয়ে বারকোদালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায় জানিয়েছেন, "সাঁকোর জায়গায় স্থায়ী সেতু নির্মাণের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।" একইসুরে তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেন, "অনুমোদন পেলেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।"

তবে প্রশাসনের আশ্বাসে এখন আর ভরসা রাখতে পারছেন না স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের কথায়, "প্রতিবার ভোটের আগে নেতারা এসে সেতুর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট মিটলেই তাঁদের আর দেখা মেলে না। আমরা আর আশ্বাস চাই না, চাই স্থায়ী সেতু।"

বন্ধ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, ক্ষুব্ধ আমজনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়ারহাট: এলাকা জঞ্জালমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে প্রায় দুই বছর আগে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে উঠেছিল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। ঘটা করে উদ্বোধনও হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস চলার পর বিগত ছয় মাস ধরে বন্ধ রয়েছে প্রকল্পটি। এতে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, সরকারি অর্থে তৈরি এই পরিকাঠামো অকেজো অবস্থায় পড়ে থেকে ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, গত বছরের জানুয়ারি মাসে নয়ারহাটের খাগড়িবাড়ি এলাকায় সুটুঙ্গা নদীর তীরে সরকারি জমিতে প্রকল্পটি নির্মিত হয়। কোচবিহার জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে ও নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে খরচ হয় প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা। পরিকাঠামোর মধ্যে ছিল শৌচাগার, সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের ট্যাংক এবং কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট।

প্রথমদিকে টোটোযোগে নয়ারহাট বাজার ও আশপাশের বুথ এলাকা থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করে সেখানে নিয়ে আসা হত। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, গত ছয় মাস ধরে সেখানে আর আবর্জনা ফেলা হচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা গিরীন্দ্র বর্মন বলেন, "কেন প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল বুঝতে পারছি না। প্রায় ছয় মাস ধরে সেখানে কোনও কাজ হচ্ছে না।" অন্য এক বাসিন্দা প্রফুল্ল বর্মনের অভিযোগ, "বর্ষার সময় থেকেই বর্জ্য ফেলা বন্ধ রয়েছে। এখন জায়গাটা অযত্নে পড়ে আছে।"

এ বিষয়ে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি বর্মন জানান, "বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে যাওয়ার পথে উপনী নদীর ওপর একটি দুর্বল কাঠের সেতু রয়েছে। সেই সেতুর ওপর দিয়ে টোটো চালানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই আপাতত বর্জ্য ফেলা বন্ধ রাখা হয়েছে।"

তবে প্রশ্ন উঠছে— সেতুটি দুর্বল জানা সত্ত্বেও নদীর ওপারেই প্রকল্পটি তৈরি করা হল কেন? এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসনের পরিকল্পনার ত্রুটিতেই সরকারি অর্থে তৈরি এই প্রকল্প আজ অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান জানিয়েছেন, "বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এসএসবির অভিযানে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন

খড়িবাড়ি: ভারত–নেপাল সীমান্তে বিশেষ অভিযানে বড় সাফল্য পেল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (এসএসবি)। ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভোরে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এসএসবি-র একটি দল সোনা–চাঁদি রোডের দুমুরিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি মোটরসাইকেল আটক করে। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ৬৪.৯ গ্রাম মর্ফিন, একটি ছোট পকেট ওজন মেশিন এবং চারটি মোবাইল ফোন।

এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিন অভিযুক্ত— সজ্জাদ হুসেন (১৮), শিলিগুড়ির শিবরামপল্লি এলাকার বাসিন্দা ও সাহিদ আলম (২৪) ও মুখতার আলম (২০), দু'জনেই উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, চোপড়া অঞ্চল থেকে মর্ফিনের চালান নিয়ে তাঁরা দুমুরিয়া সেতু এলাকায় এক ক্রেতার হাতে মাদকটি হাতবদলের পরিকল্পনা করেছিল।

উদ্ধার হওয়া মর্ফিন, মোটরসাইকেল ও ধৃত তিন অভিযুক্তকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

জাল শংসাপত্রকাণ্ডে ধৃত লালন

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অভিযানে অবশেষে জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র চক্রের পান্ডা লালন কুমার ওঝাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাগডোগরা পুটিমারির বাসিন্দা লালনের (৩৫) বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো নথি তৈরির অভিযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র তৈরি হওয়ার খবর পাওয়ার পর দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে লালনের নাম উঠে আসে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বিশেষ গোয়েন্দা শাখার যৌথ অভিযানে গ্রাহকের ছদ্মবেশে লালনের বাড়িতে গিয়ে জাল নথি তৈরির প্রস্তাব দিলে অভিযুক্তকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র, নকল আধার ও প্যান কার্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের অনুমান, লালন দীর্ঘদিন ধরে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে এই জাল নথি তৈরি করে বিভিন্ন মানুষকে সরবরাহ করতেন। লালনের এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য সদস্যদেরও খুঁজে বের করার তাগিদে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96